আল্লাহর আইনে বিচার না করলে
তারা কাফের, যালেম ও ফাসেক
- আল কোরআন।

কিয়ামতের দিন আমি মিযান
স্থাপন করব- আল কোরআন

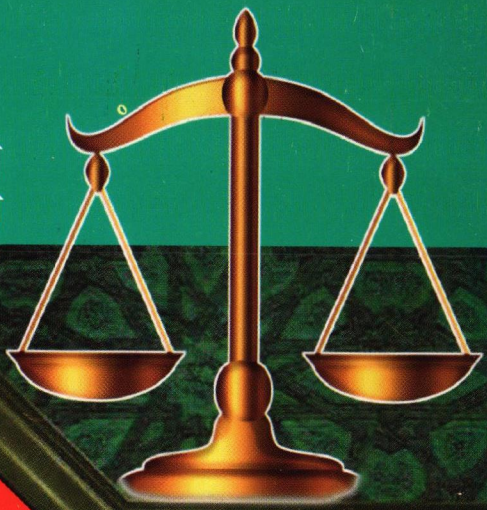

আইন ও বিচার পেশায় জড়িত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি

খোলা চিঠি

ন্যায় বিচারক ও শাসক আল্লাহর
আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে
- হাদীস

আবু এ, হাসীব

আইন ও বিচার পেশায় জড়িত
মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি

"খোলা চিঠি"

আবু এ, হাসীব

www.pathagar.com

প্রকাশক : এম, এ, হাকিম
এ, হাসীব পাবলিকেশন্স
মোবাইল: ০১৭৬৮-২২৩৮০৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকালঃ
ফেব্রুয়ারী- ২০১৭
বাংলা (মাঘ)- ১৪২৩

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনাঃ
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
বড়গোলা (লালমাটি ঘাট), বগুড়া।
মোবাইল: ০১৯১৫-৩৪০৬৮৭

গ্রাফিক্স ডিজাইনঃ
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মোবাইল: ০১৭৪০-৯৬৬৯৫৬

বিনিময় মূল্যঃ ৪০ টাকা

- **আল-হাম্‌রা লাইব্রেরী**
  বড় মসজিদ লেন, বগুড়া। ০১৭১২-৮৩৩৫৭৩
- **শাহ ওয়ালী উল্লাহ কমপ্লেক্স**
  চক ফরিদ, কলোনী, বগুড়া।
- **প্রফেসর বুক কর্ণার**
  ১৯১ ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
- **তাসনিয়া বই বিতান**
  ৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা
- **জামেয়া প্রকাশনী**
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মের আনুশাসন পুরাপুরি চালু নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বেশ কিছু ধর্মীয় কাজ কর্ম আমরা করে থাকি। আল্লাহর হুকুম ও বিধি বিধান জীবনের সবক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইসলামের যেটুকু অংশ আমাদেরকে পালন করতে দিবে তার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশের সংবিধান মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। তাই সংবিধান যতদিন কোরআন সুন্নাহ অনুসারে চালু না হবে ততদিন ঈমানের দাবী পূরনে যতটুকু সম্ভব করতে হবে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জনগনের মনমগজকে ইসলামের অনুকুলে আনতে হবে। দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ পেশায় জড়িত নাগরিকদের লক্ষ্য করে বইটি লেখা হয়েছে। ইনসাফপূর্ণ সমাজ তৈরীতে যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য ও সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যাদের মেধা প্রয়োগ অনস্বিকার্য, তাদের উদ্দেশ্যে লেখা এ বইটি উপযোগি হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রকাশক

মোঃ আব্দুল হাকিম

www.pathagar.com

আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

আমি আল্লাহর একজন নগন্য বান্দা হয়ে, তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় উম্মত হিসেবে সৌভাগ্য লাভ করে সুসংবাদ বহনকারী আইন ও বিচার পেশায় নিযুক্ত সম্মানিত ভাইবোনদের জন্য লিখছি। আমি দ্বীনের কোন আলেম নই বা জ্ঞানীজনও নই। আমি যাদের সম্মোধন (adress) করছি তাঁরা যে, আমার চেয়ে জ্ঞানী ও গুণী হতে পারেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁদের সততা ও আমলী জীবন অনেক উন্নত হতে পারে তাও আমি বিশ্বাস করি। তারপরও আমি দ্বীনের একজন দায়ী হিসেবে কিছু বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করতে আশা করি। আমি যা বলতে চাই, সে বিষয়ে যাঁরা পরিচয় বহন করেন তাঁদের নিকট থেকে হয়তো শিক্ষা, মন্তব্য ও পরামর্শ পাব আর যাঁদের সাথে আমার বক্তব্য সাংঘর্ষিক হবে তাঁরা হয় কোরআন সুন্নাহর আলোকে চিন্তা করবেন অথবা প্রতিবাদ জানাবেন কিম্বা সংশোধন করে দিবেন। আমি একজন মুসলিম হিসেবে মুসলিম ভাইবোনদের নিকট ভ্রাতৃত্বের অধিকার নিয়েই এই পুস্তিকাটি রচনা করেছি। ইতিপূর্বে আমি প্রত্যেক মুসলিম বিশেষ করে সকল রাজনৈতিক দলের মুসলিম ভইবোনদেরকে লক্ষ্য করে কোরআন সুন্নাহর আলোকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে একটি খোলা চিঠি বই লিখেছি। বইটিতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে সংগঠন (Party) রাজনীতি ও ইসলাম নিয়ে জিজ্ঞাসা ও সমাধান চেয়েছি। সকলের নিকট ঐ বইটি নাও পৌছতে পারে। তাই দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদের পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট, আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্যের কিছু কথা বলতে চাই। কারণ মুসলিম হিসেবে আমাদের সকলেরই আশা আখেরাতে যেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে চির সুখের জন্নাত পেতে পারি। মুসলিম হয়ে জন্ম লাভের সৌভাগ্য লাভের পর ঈমানের দাবী পূরণে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক কিছু করতে ও অনেক কিছু না করতে, ইহকাল, পরকাল, কবর, হাশর নাসর, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের ঐ সব বিষয়ে কাংখিত বৈশিষ্টের অনেকটাই পূরণ হতে পারে আবার অনেকটাই অপূর্ণাঙ্গ থাকতে পারে। এমন কি জীবনে অনেক চমকপ্রদ (Excelent) অর্জনের পরও না জানার কারণে জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে তা আল্লাহর বিপ হয়ে যায়। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কে পূর্ণ আনুগত্য না করায় ইসলাম থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাই, ফলে শিরকের মত বড় অপরাধ করে আমাদের অর্জিত ভাল আমল সমূহও ধ্বংস করে দেই।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে ইসলামের আলোকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন, রাজনীতি ও ইসলামের পরিধি নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ ও সে অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা একান্ত ফরজ। পেশার জীবন জান্নাত/জাহান্নাম লাভের এক দীর্ঘ আমল, তাই এ বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশনা মান্য করা একান্তভাবে অপরিহার্য্য। সংক্ষিপ্তভাবে আমি সে বিষয়গুলি আলোচনা করতে চাই। মুসলিম ভাইবোন হিসেবে আপনারা আমার এ ছোট্ট আহ্বান পাঠ করবেন বলে দাবি করি। আমার এ প্রচেষ্টা যদি সামান্যতমও দ্বীনের কল্যাণে হয়ে থাকে তাহলে মালিক খুশী হতে পারেন, আর আমরা যদি আমাদের দোষ ত্রুটি শুধরে নিয়ে আমলী জিন্দেগী সুন্দর করতে পারি, বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বদলাই দিতে পারেন।

আমার সান্ত্বনা? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যেন ইনশাল্লাহ সত্যের স্যাদাতা হিসেবে পরিচয় দিতে পারি। দ্বীনের এক নগন্য দায়ী হয়ে দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে আপনাদের নিকট এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যেন মহান মা'বুদের নিকট জবাব দিহীতার এক অছিলা হিসেবে কবুল হয়। আমীন।

এ বইএ আলোচিত বিষয়ে কোন ভুল হলে ক্ষমা প্রার্থী। যাদের চোখে ভুল ধরা পড়বে তাঁরা বৃহত্তর কল্যাণে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি কয়েকজন ভাইয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি এ কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁরা হলেন জনাব আশরাফুল হক, এল, এল এম, প্রতিষ্ঠাতা হলি চাইল্ড স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। এ্যাডভোকেট জাহিদুল ইসলাম (মিন্টু), ঢাকা। জনাব রফিকুল ইসলাম, ব্যবসায়ী, শাহজানপুর বগুড়া ও আরোও অনেকে। সর্বোপরি যিনি পরিশ্রম করে বইটি প্রকাশ করেছেন জনাব প্রকৌশলী (কম:) আব্দুল হাকিম। আল্লাহ সবাইকে প্রাপ্য মজুরী দিন। (লেখক)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়
১. প্রাথমিক কথা।-১০
২. ইহা শুধুই মাত্র একটি দাওয়াত পত্র।-১০
৩. ইহা দেশের সংবিধান, বিচার বিভাগ ও বিচার পতিদের বিরুদ্ধে নয়।-১১
৪. পূর্বাহ্নেই কৈফিয়ত।-১১
৫. যাদের উদ্দেশ্যে লেখা।-১২
ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা ও জবাব।
১. আমাদের পরিচয় কি?-১৩
২. ঈমানদার।-১৩
৩. আমরা কি স্বয়ম্ভূত, না সৃষ্টি?-১৩
৪. মুসলিম হিসেবে জন্মলাভে কি আমাদের কোন ভূমিকা ছিল?-১৩
৫. মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করায় কি আমরা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?-১৪
৬. মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করলেই কি সবাই জান্নাতে যেতে পারবে?-১৪
৭. অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করলে ক্ষতি কি?-১৪
৮. আমাদের জন্ম মৃত্যু নিয়ে 'ক'টি কথা।-১৫
৯. আল্লাহর ইবাদত কি?-১৫
১০. ইবাদতের সীমা কি? পেশার জীবন কি ইবাদত? আমলে সালেহ 'ক' 'খ' দেখুন।-১৬>২১
১১. দুনিয়াদারী বলে কি কিছুই নেই? দীনদারী ও দুনিয়াদারীর মধ্যে পার্থক্য কি?-২২
১২. ইসলাম কি? ইহা কি একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম না দ্বীন?-২৩
১৩. আপনি কি নিজের ইচ্ছায় চলবেন, না আল্লাহর ইচ্ছায়? আল্লাহর হুকুম শতকরা কত ভাগ মানবেন? আপনি কি আংশিক মুসলমান হতে চান?-২৩
১৪. আল্লাহর প্রতিনিধির পরিচয় ও দায়িত্ব কি?-২৪
১৫. জিহাদের ফলাফল কি?-২৬
১৬. রাসূল (সাঃ) কি জিহাদ করেছেন?-২৬
১৭. আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে কেন পাঠিয়েছিলেন?-২৬
১৮. জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি।-২৬
১৯. (ক) জঙ্গী ও জঙ্গীবাদ কি? (খ) বর্তমানে জঙ্গী ও জঙ্গীবাদির পরিচয় (গ) জঙ্গীবাদ, জঙ্গীবাদে বিভিন্ন দলের অবস্থান ও জঙ্গীবাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষন (ঘ) জঙ্গীবাদের কারণ কি।-২৭>৩১
২০. জিহাদের কাজ পাঁচ প্রকার।-৩১

www.pathagar.com

২১. আদের জন্মের ৩য় পরিচয় ।-৩২
২২. মানুষের মৃত্যু হবেই, হিসাব শেষে জান্নাত না হয় জাহান্নাম ।-৩৩
২৩. কারা যাবে জান্নাতে কারা জাহান্নামে?-৩৩>৩৫
২৪. পেশার জীবন জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাওয়ার প্রধান নিয়ামক ।-৩৫
২৫. পারিবারিকভাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন । আপনি কি তা চান? করণীয় কি?-৩৫
২৬. জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে কবীরা গুনাহ হতে মুক্ত হতে হবে ।-৩৬>৩৮
২৭. শিরক সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ ।-৩৯>৪৩
২৮. আমলে সালেহর পরিবেশ তৈরী সরকারের হাতে নির্ভর করে ।-৪৩
২৯. আমলে সালেহর পরিবেশ তৈরী করতে মুসলিম সরকারের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ।-৪৩
৩০. স্রষ্টা কত জন?-৪৩
৩১. ধর্ম (দ্বীন) কয়টি, এক না একাধিক? একজন স্রষ্টার কয়টি ধর্ম যুক্তি যুক্ত?-৪৪
৩২. বহু ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন?-৪৪
৩৩. ইসলামের সীমা রেখা কতদূর মানবেন? আংশিক মানার কি কোন সুযোগ আছে, আংশিক মানলে ফল কি?-৪৪
৩৪. মানুষ কি কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর চাইতে (নাউজোবিল্লাহ) বড় হতে পারে?-৪৫
৩৫. মানুষের কি আইন তৈরীর ক্ষমতা আছে?-৪৫
৩৬. রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বের আনুগত্যর সীমা কি?-৪৫
৩৭. পরকালে রাসূল (সাঃ) ছাড়া কি কোন নেতা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবে?-৪৬
৩৮. সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে ।-৪৬
৩৯. দলবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কি বলেন?-৪৬
৪০. দলের বাইরে কি থাকা যায়? রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ ক্ষেত্রে কি করেছেন?-৪৭
৪১. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কি কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়? ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে?-৪৮
৪২. রাজনীতি সম্পর্কে বক্তব্য ।-৪৮
৪৩. ইসলামী রাজনীতির বিপক্ষে ও মানুষের তৈরী রাজনীতির পক্ষে কি থাকা যায়?-৪৯
৪৪. আমি রাজনীতি ও দল করি না, এ কথা কি বলা যায়?-৫০

www.pathagar.com

২য় অধ্যায়

১. দৃষ্টি আকর্ষণ।-৫১
২. বিচার পেশার মর্যাদা কি? ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কি ও তার গুরুত্ব কেমন?-৫২
৩. আদালতের মর্যদা আল্লাহর ভাষায়।-৫৩
৪. এ পেশার সব কাজই কি ইবাদত?-৫৪
৫. আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক।-৫৪
৬. আইন তৈরীর অধিকার কার?-৫৫
৭. বিচার সংক্রান্ত আল্লাহর হুকুম।-৫৬
৮. আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার ফায়সালা না করলে তারা কাফের জালেম ও ফাসেক।-৫৬
৯. আল্লাহর ফায়সালায় বিচার করলে তার সুফল।-৫৭
১০. বিচার ফায়সালায় আল্লাহর আনুগত্য না করার কুফল।-৫৭
১১. এ থেকে বাঁচার উপায় কি?-৫৮
১২. বিচারে পক্ষপাতিত্ব নয়।-৫৯
১৩. বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।-৬০
১৪. অমুসলিম ও আহলে কিতাবীদের জন্য বিচার।-৬১
১৫. বিচার ফায়সালায় রাসূল (সাঃ) এর মর্যদা।-৬২
১৬ বিচারক ও বিচার সংক্রান্ত রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালায় তিন শ্রেণীর বিচারক।-৬২
১৭. যে ব্যক্তি হেকমতের সাথে বিচার ফায়সালা করেন তাঁর প্রতিদান।-৬৩
১৮. শাসকদের জন্য-৬৩
১৯. হাকিম বা বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় বিচার কিম্বা রায় করতে পারেন কি?-৬৩
২০. মানুষ কখন বিচারকের উপযুক্ত হয়? বিচারকের ৫ টি গুন।-৬৩
২১. বাদী বিবাদী/আসামী ফরিয়াদীর কোন পক্ষ সাক্ষ্য ও দলিল প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চেয়ে পটু হলে কার কি দায়িত্ব?-৬৪
২২. সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে।-৬৪
২৩. ন্যায় বিচারক ও শাসক আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।-৬৪
২৪. ইসলামের বিচার ব্যবস্থা সাক্ষী নির্ভর।-৬৫
২৫. শাস্তি দানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।-৬৫
২৬. ইসলামের বিচারে তাড়াহুড়া নেই এবং সন্দেহাতীত প্রমাণ না হলে দণ্ড কার্যকর করা যায় কি?-৬৬

www.pathagar.com

২৭. মৌলিক আইন তৈরী করার ক্ষমতা কি মানুষের আছে?-৬৬
২৮. মানুষ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আইন তৈরী করতে পারে?-৬৬
২৯. দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হতে পারে?-৬৬>৬৯
৩০. দেশ শাসনে দলীয় আদর্শের জনশক্তির প্রয়োজন।-৬৯
৩১. যদি বিদ্যামান সরকারের আদর্শ ইসলাম না হয় সেক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের করণীয় কি?-৭০
৩২. মুসলিম হয়ে ইসলামী আদর্শের বাইরে দলীয় করণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় কি?-৭১
৩৩. আখিরাতকে গুরুত্ব দিন সত্য মিথ্যার ফল দেখা যাবে সেদিন।-৭১>৭৩
৩৪. আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর বক্তব্য চিন্তা করুন।-৭৩>৭৫
৩৫. আখিরাত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্য।-৭৫>৭৭
৩৬. আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) চারটি কথায় আমার শেষ আবেদন।-৭৭

www.pathagar.com

আইন ও বিচার পেশায় জড়িত মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি "খোলা চিঠি"

আবু, এ হাসীব

প্রথম অধ্যায়

(১) প্রাথমিক কথা।

বিচার বিভাগের সাথে জড়িত মুসলিম ভাই বোনদের নিয়ে আমার এ বইটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইসলামের অনেক মনিষী ও জ্ঞানীজন বিভিন্ন পুস্তকে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ দেশ বিদেশে বিদ্যামান। তবে এ বইএ যা লেখা হচ্ছে তা একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত ভাই বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে আবেদন। পেশাগত দায়িত্ব পালনে জীবনের এক দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়, ইহা আমলে সালেহ এর মধ্যে পরিগণিত হলেই যেহেতু ঈমানদারকে আল্লাহ জান্নাত দেয়ার কথা বলেছেন, এ জন্য জীবনের অন্যান্য দিক সহ পেশাগত দায়িত্ব যেন আমলে সালেহের অন্ত র্ভূক্ত হয়ে ইবাদতে পরিণত হয় সেই গুরুত্ব দিতে হবে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে আল্লাহর বিধি বিধান ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ পালনে সদা সর্বদা জবাব দিহীতা মন নিয়ে কাজ করতে পারলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। তাই উল্লেখিত পেশায়, যাদের উদ্দেশ্যে আমি লিখছি, তাঁরা অবশ্যই উদার মনে বিবেচনা করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি সমাজের আরোও কতিপয় পেশাজীবি ভাইবোনদের প্রতি বিভিন্ন বই এ তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব উল্লেখ করে আহ্বান করেছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় বান্দা বান্দী হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

(২) ইহা শুধুইমাত্র একটি দাওয়াত পত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ লেখার উদ্দেশ্য কি। তারপরও বলতে চাই ইহা নিছকই একটি দ্বীনি দাওয়াত পত্র। দাওয়াত ও তাবলীগ জামায়াতে একটি কথা সব সময় বলা হয়, তাহল আমরা শিখতে এসেছি, ফলে দাওয়াত দাতা ও দাওয়াত গ্রহণকারী উভয়েরই জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। শরীয়তে দাওয়াত ও তাবলিগী কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত হিসেবে কোরআনে দেখা যায়। আল্লাহ আলকোরআনে এ কাজ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং একে উত্তম কথা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হা-মিম আস সাজেদা।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কারোও দ্বীনের একটি কথা জানা থাকলে সে তা অন্যের নিকট পৌঁছাবে। বিদায় হজ্বে তিনি তাঁর বক্তব্যে অনুপস্থিতিদের নিকট পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

কোরআন হাদীস অনুসারে দাওয়াতি কাজ সাদকা জারিয়া সমতুল্য। দাওয়াত দাতা, দাওয়াত গ্রহণকারীদের জীবনে কৃত ভাল আমল সমূহের বিনিময়ে প্রাপ্ত নেকীরমত কেয়ামত পর্যন্ত ছওয়াব পেতে থাকবে, যদি ঐ আমল চালু থাকে।

(৩) ইহা দেশের সংবিধান, বিচার বিভাগ ও বিচারপতিদের বিরুদ্ধে নয়।

আমার বক্তব্য ও আহ্বান দেশের চলমান সংবিধানের বিরুদ্ধে নয় এমনকি বিচার বিভাগ ও সম্মানিত বিচার পতিদের বিচারের বিরুদ্ধেও নয়। এ পেশায়, অথচ মুসলিম ভাইবোন হিসেবে পরিচিত তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান ও আমলের আহ্বান। অন্যধর্মের যে ভাইবোন আছেন তাঁরাও জীবনে তাদের ধর্মীয় প্রতিফলন ঘটে থাকেন। দেশের নাগরিক হয়ে চলমান সংবিধান মান্য করা অত্যাবশ্যক যা আমরা মেনে চলছি। অন্যথায় রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধে অপরাধী হতে হবে। অনুরূপ বিচারের কোন রায়কেও মেনে নিতে হবে। এ জন্য এ বিষয়ে কেউ যেন কোন বিভ্রান্তিতে না পড়েন সেজন্য আমার সবিনয় নিবেদন। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি ঐগুলির উপর পূর্ণ বাধ্যানুগত আছি।

(৪) পূর্বাহ্নেই কৈফিয়ত।

এ বইটি দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারোও কারোও নিকট সেনসেটিভ মনে হতে পারে। তারপরও আমি আল্লাহর এক নগন্ন বান্দা হয়ে আমার জিজ্ঞাসা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান নিয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) যে ফায়সালা দিয়েছেন তা থেকে যৎ সামান্য নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে চাই। আমার লেখা কাউকে কটাক্ষ করে নয়, সংবিধান ও বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে নয়। তবুও অজ্ঞতা বশতঃ ও অনিচ্ছাকৃত যদি কোথাও কোন বক্তব্য ভুল হয়ে থাকে সেজন্য পূর্বাহ্নেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে কৈফিয়ত দিচ্ছি। আমার ডিফেন্স (Defence) শুধু কোরআন সুন্নাহ ও মুসলিম হওয়ার পরিচয়।

২য় কৈফিয়ত ঃ-

উল্লেখিত ভাইবোনদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অঘাত জ্ঞানের অধিকারী এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বহুমূল্যবান বইপুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের জন্য এ বই অতিরিক্ত তেমন কোন খোরাক দিতে পারবেনা। তবে সেই জ্ঞান, ব্যক্তি, পেশা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কতটা কার্যকর আছে তা আত্ম বিশ্লেষন করতে অনুরোধ করব।

৩য় কৈফিয়ত ঃ-

কলেবর বৃদ্ধি না করার জন্য কোরআন, হাদীস ও ইসলামী মনিষীদের অধিক সংখ্যক Refernce দিয়ে বইটি লেখা হয়নি এবং আরবীতে আয়াত ও হাদীস

www.pathagar.com

না লিখে বাংলা অনুবাদ ও শিক্ষা সমূহ লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র যাতে ইহা মূল বিষয়টিই সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

(৫) যাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা।

মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করে যাঁরা গৌরব বোধ করেন, ইসলামী জীবন যাপন করতে একান্ত আগ্রহী ও আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে ফিরে গিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাত পেতে চান, আইন ও বিচার বিভাগে জড়িত, নিম্নে উল্লেখিত এমন ভাইবোনদের জন্য এই লেখা ঃ

(১) মাননীয় বিচারপতিগণ Juditial and Executive (adminstrative)

(২) বিচার বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

(৩) বাদী-বিবাদী ও আসামী-ফরিয়াদী।

(৪) বিজ্ঞ আইন জীবিগণ।

(৫) আইনজীবি সহকারীগণ।

(৬) প্রধান শক্তি সম্মানিত আইন প্রনেতাগণ।

উপরোল্লিখিত সকল বিভাগে ভাই বোন একভাবে না একভাবে আইন ও বিচার কাজের সাথে জড়িত। কেউ মূলকাজ, কেউবা সহযোগি হয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ জন্য এ কাজে যা কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে তার ফল সবাই পাবেন আর অসন্তষ্টির হলে পদ পদবী ও দায়িত্বের পার্থক্য অনুসারেই সবাইকে অংশীদার হতে হবে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, যে আইন দ্বারা বিচার কার্য পরিচালালিত হবে তা তৈরির প্রধান শক্তি হল আইন প্রনেতাগণ। তাঁরা যদি কোরআন সুন্নাহ ও ইনসাফ ভিত্তিক আইন তৈরী করেন এবং কোরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন বিধি বিধান তৈরী করেন তাহলে উল্লেখিত পেশায় উপরোক্ত সকল ভাই-বোন আল্লাহর নিকট থেকে পুরুস্কার পাবেন যদি তারা দায়িত্ব পালনে কোন রকম মন্দ আমল না করে থাকেন।

ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা ও জবাব (Some most important basic concepts of Islam) ঃ

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমি কতিপয় বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা ও কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ও সঠিক জবাব দিতে চাই। কেন না এই বিষয়গুলি নিয়ে যদি আমাদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও জীবনে তা প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন করার ঈমানী দাবী না থাকে তাহলে এ আলোচনা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হবে না। বিভ্রান্তি এমনভাবে আক্রমন করতে পারে বা ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের পরিবর্তে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারে।

আমি প্রথমেই আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি যে, এ লেখা আল্লাহর বান্দা বান্দী কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর উম্মত এবং আমার সম্মানিত মুসলিম ভাই বোন আর কর্ম জীবনে আইন ও বিচার কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের জন্য। তাঁদের জন্য পরিচয়ই

www.pathagar.com

আমার আবেদনের সেতু বন্ধনের একমাত্র ভিত্তি। এ পরিচয়ের বাইরে থেকে যদি কেউ তার ইচ্ছামত জীবন যাপন করতে চান, সেটা হবে তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা, সেখানে আমার কোন অধিকার নেই।

বিষয় সমূহ ঃ-

(১) আমাদের পরিচয় কি?

উত্তর ঃ ক) প্রথমে আমরা সৃষ্টির সেরা মানুষ তৎপর মুসলমান।

খ) মুসলিম অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পিত বান্দাবান্দী।

গ) জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ এবং রাসূল (সাঃ) কে একমাত্র নেতা বা পথপ্রদর্শক মানতে হবে।

ইলাহ অর্থ ঃ- মা'বুদ, একমাত্র রব, মালিক ও মুনিব।

(২) ঈমানদার ঃ যারা ঈমানে মোফাচ্ছেলের উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করে জীবন যাপন করতে চান।

ঈমানে মোফাচ্ছেল অর্থ ঃ ক) আল্লাহর প্রতিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। খ) তাঁর ফেরেশতা। গ) নাজিল করা কেতাবের উপর। ঘ) রাসূলদের (আঃ) উপর আনুগত্য করতে হবে শুধু মুহাম্মদ (সাঃ) এর। ঙ) আখেরাতের (পরকাল) উপর। চ) ভাগ্যের ভাল মন্দের উপর যা আল্লাহর পক্ষে থেকে আসে। ছ) পুনঃরুত্থানের উপর।

(৩) ক) আমরা কি স্বয়ম্ভুত? না সৃষ্টি?

ঈমানদার হিসেবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা সয়ম্ভুত। আমরা সৃষ্টি এবং সৃষ্টি করেছেন একমাত্র স্রষ্টা তিনি হলেন আল্লাহ।

খ) মানুষ সহ সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন, "হুয়াল্লাজি খালাকালাকুম মা-ফিল আরজে জামিয়া" বাকারা-২৯ অর্থ ঃ তিনিই সেই স্রষ্টা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

(৪) ক) মুসলিম হিসেবে জন্মলাভে কি আমাদের কোন ভূমিকা ছিল?

খ) এক্ষেত্রে আল্লাহর কি অবদান?

জবাব ঃ ক) না, মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন ভূমিকাই ছিল না। এমন কি এজন্য আমরা আল্লাহর কাছে কোন আবেদনও করি নাই।

খ) আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে মুসলিম মা-বাবার মাধ্যমে মুসলিম হতে সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগ লাভ করা আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত বা অবদান। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে পশু পাখী, কীটপতঙ্গ যে কোন ধরনের সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি তা করেন নি, এজন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা সহ তাঁর শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

(৫) মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করায় কি আমরা সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?

পূর্বেই বলেছি মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করা আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত, এ জন্য সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করার ফলে আমরা স্রষ্টাকে চিনতে পারছি, ইসলাম জানা ও রাসূল (সাঃ) কে আনুগত্য করার শিক্ষা লাভ করতে পারছি। আখেরাত তথা হাশর-নাসর, জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হচ্ছে। সৎ আমল করে চিরদিনের আবাসস্থল জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ করা গেছে।

মুসলিম হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না বলে আল্লাহ আল কোরআনে বহু যায়গায় বলেছেন এবং রাসূল (সাঃ) বিশদভাবে তা ব্যাখ্যাও করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন ও রাসূল (সাঃ) আমার নেতা এ কথার উপর রাজি খুশি আছে সে জান্নাতি। মুসলিম হয়ে জন্মলাভ করা ছাড়া কি এগুলি জানা ও আমল করা সম্ভব হত?

(৬) মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করলেই কি সবাই জান্নাতে যেতে পারবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মুসলিম হিসেবে জন্মলাভ করলেই জান্নাতে যেতে পারবে, যদি সে আমলে সালেহ করে ও শিরকবিহীন জীবন অতিবাহিত করতে পারে। আমলের কারণে আল্লাহ খুশী হয়ে জান্নাত দিতে পারেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন। এ বিষয়ে পরে আরোও জানা যাবে।

তবে মনে রাখতে হবে মুসলিম ঘরে জন্মরাভ করেও যদি কেউ অমুসলিমদের মত জীবন যাপন করে তাহলে তার শুধু জন্ম পরিচয় দিয়েই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার না হলে ডাক্তার বলা যায় না, আইনজীবির সন্তান আইনজীবি না হলে সে ঐ পরিচয় দিতে পারে না, বিচারপতির সন্তান পিতার পরিচয়ের যোগ্যতা লাভ না করলে তাকে বিচারপতির আসনে বসানো যায় না। অনুরূপ মুসলিম ঘরে জন্ম লাভ করলেও তাকে মুসলিম বলা যাবে না, যদি না সে মুসলমানিত্ব পালন করে।

অপরদিকে কেউ অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করেও যদি মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করে তাহলে সে জন্মের পরিচয়ে আর অমুসলিম থাকে না, মুসলমানিত্ব পালন করে সে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। একজন কৃষকের সন্তানকে কৃষক বলা যাবে না যদি সে যোগ্যতা লাভ করে কৃষক না হন।

(৭) অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করলে ক্ষতি কি?

উপরে যে ব্যাখ্যা করা হল তা যদি মূল্যায়ন করা হয় তাহলে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করে নিশ্চিত মুসলিম হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত। ফলে নিজ নিজ সব ধর্ম পালন করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করে জাহান্নামী হতে হত । কেননা বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম বুঝা ও গ্রহণ করা এত সহজ বিষয় নয়। বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য জ্ঞানী গুণী ও প্রখ্যাত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের দিকে তাকালে সে দৃশ্য চোখে পড়ে। মানব কল্যাণে নিবেদিত অনেক মনিষীকে আমরা জানি, কিন্তু তাঁদের কয়জন এ সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন বা এখনও গ্রহণ করছেন? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার দাদী তাকে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। ফল কি হবে জানিনা। এগুলি ৎধৎব ঘটনা।

এ জন্যই জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার সুযোগ লাভ করা আল্লাহর এক শ্রেষ্ঠ্য নেয়ামত। অমুসলিমরা তাদের ভাল কৃতকর্মের জন্য দুনিয়ায় পুরস্কৃত ও সুনাম সুখ্যাতি লাভ করতে পারেন, কিন্তু আখেরাতে তাদের কোন বিনিময় থাকবে না। আল কোরআন।

(৮) আমাদের জন্ম মৃত্যু নিয়ে ক'টি কথা।

১) জন্মের উদ্দ্যেশ্য কি?

২) জীবন যাপন কি নিজের ইচ্ছামত না আল্লাহর ইচ্ছায়?

৩) মৃত্যু হবেই, হিসাব দিয়ে চিরদিনের জন্য যেতে হবে জান্নাতে না হয় জাহান্নামে।

(১) জন্মের উদ্দ্যেশ্য প্রধান দুটি ঃ-

ক) আল্লাহর ইবাদত করা।

খ) প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন।

গ) উম্মতে মোহাম্মাদী হিসেবে ৩য় যে পরিচয় তাহল শ্রেষ্ঠ্য উম্মতের দায়িত্ব পালন করা।

(৯) আল্লাহর ইবাদত কি?

* আল্লাহ আলি কোরআনে বলেছেন, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লেয়াবুদু" সূরা-যারিয়াত-৫৬

অর্থ ঃ আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

ইবাদত অর্থ আল্লাহর হুকুম মত জীবন পরিচালনা করা। বিশদভাবে ইবাদত অর্থ আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পন্থায় দিনরাত ২৪ ঘন্টার জীবনকে ব্যয় ব্যবহার করার নাম ইবাদত।

ইহাকেই আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব করা বুঝায়। আল্লাহর হুকুম ছাড়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে আর কারোও হুকুম না মানার শপথ নিয়ে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি যোগ্যতা ব্যয় করাই হল প্রকৃত ইবাদত। জীবনের সকল ক্ষেত্র বলতে ব্যক্তি বিশেষে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য হতে পারে।

আল্লাহ আরোও বলেন ঃ

* "ওয়ামা উমেরু ইল্লা লিয়াবূদুল্লাহা মোখলেছিনা লাহু দ্বীনা হুনাফা" সূরা বাইয়্যেনা-৫

অর্থ ঃ তাদেরকে তো এ ছারা আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দ্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করবে।

www.pathagar.com

(১০) ইবাদতের সীমা কি? পেশার জীবন কি ইবাদত? আমলে সালেহ 'ক' 'খ' দেখুন।

এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে প্রথমে আমাদের ব্যক্তি অবস্থানের মূল্যায়ন করতে হবে। আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে ২৪ ঘন্টায় অনেক কিছুর পরিচয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকি।

১) আমি একজন পিতা মাতার সন্তান।

২) আমি আল্লাহর গোলাম।

৩) আমি একজনের স্বামী/স্ত্রী।

৪) আমি একজনের পিতা/মাতা।

৫) আমি একটি পরিবারের প্রধান/সহধর্মিনী।

৬) আমি একজন সমাজের মোড়ল/সদস্য/সদস্যা।

৭) আমি একজন সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যেকোন পেশায় জড়িত।

এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি হিসেবেও দায়িত্ব থাকতে পারে। আল্লাহর গোলাম হিসেবে আমাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খালিসভাবে কিছু ব্যক্তি আমলও করতে হয়। যেমন- নামাজ, রোজা, খাওয়া দাওয়া, পড়া শুনা ইত্যাদি। উক্ত সময়ের মধ্যে ঘুম ও পেশার কাজে বেশী সময় ব্যয় হয়। মনে রাখতে হবে এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমার অন্যান্য আরোও যেসব পরিচয় থাকবে সেখানে যে দায়দায়িত্ব আছে ঈমানের দাবী পূরণে ঐসব ক্ষেত্রে হক আদায় করতে হবে। আমলে সালেহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করে যদি তা সম্পন্ন হয় তাহলে দিন রাত্রির সমস্ত সময়ই ইবাদতে পরিণত হবে। (আমলে সালেহর তালিকা পরে দেখুন)। পূর্ণাঙ্গ ইবাদতের ইহাই সঠিক পরিচয়। জন্মমৃত্যু, ব্যক্তি, পরিবার, বিবাহশাদী, উঠাবসা, প্রসাব-পায়খানা, ঘুম, খাওয়া নেয়া, পিতা মাতা, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয় রোজগার, ব্যাংক বীমা, সাহিত্য সাংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, আইন আদালত ও প্রশাসন ইত্যাদি ইবাদতের অর্ন্তভূক্ত হবে যদি কুরআন সুন্নাহ অনুসারে তা বাস্তবায়িত হয়।

www.pathagar.com

আমলে সালেহের তালিকা ও কিছু বক্তব্য ঃ

ক) আমলে সালেহ ও পুরস্কার সম্পর্কে

(১) সূরা-নহল ৯৭ আয়াত এ আল্লাহ বলেন, অর্থ ঃ- ঈমান এনে যে কোন পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ করবে- আমি তাকে দান করব উত্তম পবিত্র জীবন এবং তাদের পুরস্কার দেবো তাদের সবচেয়ে ভালকাজ গুলোর ভিত্তিতে-

(২) সূরা-আলকাহাফ ৮৮ আয়াত অর্থ ঃ- তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তার জন্যে থাকবে সর্বোত্তম পুরস্কার এবং তার প্রতি আমার বিষয়গুলো বলব সহজভাবে।

(৩) সূরা-আলবাইয়্যেনা ৭৮ আয়াত অর্থ ঃ- যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারা সৃষ্টির সেরা। তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।

(৪) সূরা-আননুর ৫৫ আয়াত অর্থ ঃ- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনি ভাবে যমিনে খেলাফত (রাষ্ট্রক্ষমতা) দান করবেন, যেমনভাবে খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের। তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের মনোনীত পছন্দের দ্বীনকে, তাদের ভয়ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশকে বদল করে তাদের প্রদান করবেন নিরাপত্তার পরিবেশ।

(৫) আরোও দেখুন কয়েকটি আয়াত- বাকারা- ২৫, ইউনুস- ৯, মায়েদা- ৯, আলকাহাফ- ১০৭-১০৮, আনকাবুত- ৭, আততীন- ৪-৬, আছর- ২-৩।

আমরা জীবনে যা করি সে কাজগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে
পারি এবং প্রত্যেকটি কাজই আমলে সালেহ হতে হবে।

(১) ব্যক্তিগত ঃ (ক) ব্যক্তি আমল। (খ) পেশাগত দায়িত্ব (উপার্জনের কার্যাবলী) (গ) ঘুম সহ ২৪ ঘন্টার জীবন যাপন।

(২) পারিবারিক ঃ স্ত্রীসহ পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ,আত্মীয়বর্গ সংক্রান্ত।

(৩) সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঃ সমাজের জনগণ, পাড়া প্রতিবেশী, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ইত্যাদি।

(৪) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ঃ দল, রাজনীতি, প্রশাসনিক কাজ, আইন প্রণয়ন, জন প্রতিনিধির কাজ ও দেশ পরিচালনা।

নিম্নে এই কাজগুলির একটি তালিকা প্রদান করা হল ঃ-

খ) অন্তরের ঈমানী আমল বা আমলে সালেহ্ সমূহ-

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, গুনাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতি ঈমান।

২. আখিরাতের প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে : পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, বিচার, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।

www.pathagar.com

৪. কুরআনের প্রতি ঈমান। পূর্বে অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান। হিদায়াত গ্রহণ করতে হবে শুধুমাত্র কুরআন থেকে এ কথার প্রতি ঈমান।
৫. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ও রিসালাতের প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে : মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল এ কথার প্রতি ঈমান। অনুসরণ করতে হবে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) কে এ কথার প্রতি ঈমান।
৬. মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বে প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান।
৭. তকদির এর প্রতি ঈমান। আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।
৮. আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।
৯. আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা।
১০. সকল কাজ আল্লাহর জন্যে করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা।
১১. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা।
১২. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কারো সাথে শত্রুতা করা।
১৩. আখিরাতের সাফল্য অর্জনের সংকল্প নিয়ে কাজ করা।
১৪. আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমতের আশা পোষণ করা।
১৫. ঈমান ও আমলের ইখলাস অর্থাৎ আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা।
১৬. মুহাম্মদ (সাঃ) কে সর্বোত্তম আদর্শ বা নমুনা (মডেল) হিসাবে গ্রহণ করা।
১৭. মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।
১৮. আল্লাহর প্রতি এবং রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য। এছাড়াও আল্লাহ্‌র নির্দেশিতদের প্রতি আনুগত্য।
১৯. সবর, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতাবোধ (সবর ও শোকর)।
২০. দয়া, করুণা ও সহানুভূতি।
২১. বিনয়। যেমন- অহংকার বর্জন, হিংসা না করা, ক্ষতি সাধনের সংকল্প না করা, নিজ মতকে অগ্রাধিকার না দেয়া।
২২. আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহর কাছে কামনা ও প্রার্থনা করা।
২৩. দীনের উপর অটল থাকা।
২৪. কুরআনের প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা পোষণ করা।
২৫. ভালো কাজে আনন্দ ও মন্দ কাজে মর্মপীড়া অনুভব করা।
২৬. তওবা করা (অন্যায়, অপরাধ ও পাপকাজের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া)।
২৭. আত্মসম্মানবোধ।
২৮. লজ্জাশীলতা।
২৯. দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা।
৩০. নিজের জন্যে যা পছন্দ অপরের জন্যে তাই পছন্দ করা।
৩১. মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা।
৩২. শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ।
৩৩. মুমিনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

গ) যবানের (মৌখিক) ঈমানি আমল বা আমলে সালেহ্ সমূহ-

১. আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান (শাহাদাহ্)।

২. ইলম অর্জন করা।

৩. কুরআন পাঠ ও অধ্যয়ন করা

৪. আল্লাহর যিকর করা। তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসা প্রকাশ করা।

৫. আল্লাহর কাছে চাওয়া, আল্লাহকে ডাকা।

৬. আল্লাহর দিকে ডাকা। দাওয়াত দান করা।

৭. শিক্ষা দান করা।

৮. ক্ষমা প্রার্থনা করা। (ইস্তিগফার)।

৯. নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়া।

১০. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

১১. উত্তম ও সুন্দর কথা বলা।

১২. সত্য কথা বলা।

১৩. ন্যায় কথা বলা।

১৪. বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকা।

১৫. অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকা।

ঘ) শারিরিক বা বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ- ব্যক্তিগত জীবনে

১. মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করা।

২. গোপন অংগ সমূহ ঢেকে রাখা (সতর ঢাকা)।

৩. সালাত আদায় করা (ফরয, নফল)।

৪. যাকাত পরিশোধ করা।

৫. রোযা রাখা (ফরজ, নফল)।

৬. হজ্জ করা।

৭. উমরা করা।

৮. কা'বা ঘর তাওয়াফ করা।

৯. দান সদকা করা।

১০. হাসি মুখে কথা বলা।

১১. মান্নত পূর্ণ করা।

১২. কাফ্ফারা আদায় করা।

১৩. ই'তেকাফ করা।

১৪. দাস মুক্ত করা।

১৫. লাইলাতুল কদর এর সন্ধানে রাত জাগা।

১৬. নিজ দীনের হিফাযত করা (প্রয়োজনে হিজরত করা)

১৭. নিখাঁদ ঈমাণ প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

১৮. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
১৯. আমানত রক্ষা করা।
২০. হালাল পানাহার করা।
২১. হারাম বর্জন করা।
২২. লজ্জাস্থানের হিফাযত করা। অশ্লীলতা বর্জন করা।
২৩. হিজাব পরা।
২৪. উত্তম চরিত্র অর্জন করা।
২৫. সকল ভালো কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করা।

ঙ) বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ- পারিবারিক জীবনে

১. বিয়ে শাদী করে পবিত্র জীবন যাপন করা।
২. স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা।
৩. স্বামীর হক আদায় করা।
৪. স্ত্রীর হক আদায় করা।
৫. পিতা মাতার প্রতি ইহসান করা (সর্বোত্তম আচরণ করা)। তাদের সম্মান করা। তাদের কষ্ট না দেয়া। তাদের আনুগত্য করা। তাদের যাবতীয় অধিকার প্রদান করা।
৬. সন্তান লালন পালন করা। শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানো।
৭. সন্তানদের সুশিক্ষা দান করা। তাদের অধিকার প্রদান করা।
৮. রক্ত সম্পর্ক অক্ষুন্ন ও অটুট রাখা।
৯. আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করা।
১০. উত্তরাধিকার বন্টন করা।
১১. অসিয়ত করা এবং অসিয়ত পূর্ণ করা।
১২. মেহমানদারি করা।
১৩. স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা। স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করা।
১৪. চাকর চাকরানী বা গৃহকর্মীদের প্রতি সদয় ও কোমল আচরণ করা।
১৫. স্ত্রী ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে বৈরাগ্য জীবন যাপন না করা।

চ) বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ- সামাজিক জীবনে

১. সালাম দেয়া। সালামের জবাব দেয়া।
২. রোগীর সেবা যত্ন করা, চিকিৎসা করা।
৩. অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য সহযোগিতা করা।
৪. প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। তাদের সুখে দুঃখে শরীক হওয়া।

www.pathagar.com

৫. পরোপকার করা। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেয়া।
৬. মৃতের কাফন দাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা।
৭. মসজিদ নির্মাণ করা। সালাতের জামাত কায়েম করা।
৮. মানুষের সাথে সদাচরণ করা। মন্দ আচরণ বর্জন করা।
৯. মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান করা।
১০. হকের উপদেশ দেয়া। হকের উপর অটল থাকার (সবরের) উপদেশ দেয়া।
১১. বিরোধ মীমাংসা করে দেয়া।
১২. বিয়ে শাদীর প্রস্তাব দেয়া, মধ্যস্থতা করা এবং সহযোগিতা করা।
১৩. আমানত ফেরত দেয়া। খেয়ানত না করা।
১৪. অংগীকার, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
১৫. সাময়িক ও স্থায়ী জনকল্যাণের কাজ করা।
১৬. শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।
১৭. পরস্পরের সংশোধন করা। দ্বীনি ভাইদের সহযোগিতা করা।
১৮. অপর ভাইয়ের দোষ গোপন করা।
১৯. কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। (তবে সদাচরণ করতে হবে)।
২০. হাঁচি দাতার "আলহামদুলিল্লাহ'র জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
২১. সৎ ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।
২২. অসৎ ও অকল্যাণের কাজে সহযোগিতা না করা।
২৩. সৎ কাজের আদেশ দেয়া। অসৎ কাজে নিষেধ করা, বাধা দেয়া।
২৪. সুবিচার করা।
২৫. অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া।
২৬. কাউকে অপবাদ না দেয়া, গীবত না করা।
২৭. অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা না করা।
২৮. হারাম উপার্জন না করা। সুদ ও সুদী কারবার পরিহার করা।
২৯. ঘুষ, জবরদখল ও অন্যায় পন্থায় কারো অর্থ সম্পদ হরণ না করা।
৩০. ধোকা প্রতারণা না করা।
৩১. কৃপণতা না করা, আবার সব কিছু উজাড় করে খরচ না করে ফেলা।
৩২. নিজের জন্যে, পোষ্যদের জন্যে সামর্থ মতো ব্যয় করা।
৩৩. অপচয় ও অপব্যয় না করা।
৩৪. ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।
৩৫. করয দেয়া/ সময়মতো করয ফেরত দেয়া।
৩৬. মানুষকে দুঃখ কষ্ট না দেয়া।
৩৭. জনপথ থেকে কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর জিনিস অপসারণ করা।
৩৮. জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত থাকা।

www.pathagar.com

৩৯. ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্য করা।
৪০. ন্যায়ের প্রসার ও অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ছ) বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ- রাষ্ট্রীয় জীবনে

১. সুশাসন পরিচালনা করা। ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য করা।
২. ন্যায় বিচার করা।
৩. জনগণের আমানত রক্ষা করা ও পাহারা দেয়া।
৪. রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা।
৫. সালাত কায়েম করা এবং যাকাত ব্যবস্থা চালু করা।
৬. আমর বিল মা'রুফ (ভালো কাজের আদেশ ও প্রসার)-এর কাজ করা।
৭. নাহি আনিল মুনকার (মন্দ ও দুস্কৃতি প্রতিরোধ)-এর কাজ করা।
৮. জনগণের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসা করা, বিচার ফায়সালা করা।
৯. জাতীয় সংস্কার সংশোধনের কাজ করা। শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
১০. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ করা (ইসলামের প্রচার ও প্রতিরক্ষা)।
১১. রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষায় সৈনিকের দায়িত্ব পালন করা।
১২. চুক্তি ও সমঝোতা করা।
১৩. চুক্তি ও অংগীকার বাস্তবায়ন করা।
১৪. ইসলামী আইন ও দণ্ড কার্যকর করা।
১৫. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
১৬. অশ্লীলতার প্রসার রোধ করা।
১৭. যার কোনো অভিভাবক নেই, তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করা। (সুত্র- হাদীস বিশেষজ্ঞগণ, ইবনে হাজর আসকালানী ও আঃ শহীদ নাসিম কর্তৃক ঈমান ও আমলে সালেহ)

(১১) দুনিয়াদারী বলে কি কিছুই নেই? দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারীর মধ্যে পার্থক্য কি?

দ্বীনি যাদের জীবনের উদ্দ্যেশ্য তাদের দুনিয়া দারী বলে কিছুই নেই। সাধারণত আমরা কিছু কিছু কাজকে দুনিয়াদারী মনে করি আর কিছু কিছু কাজকে দীনদারী মনে করে থাকি। প্রকৃত অর্থে মানুষের দুনিয়াদারী বলতে কিছুই নেই। যেহেতু ২৪ ঘন্টার সব কাজকে আল্লাহর ইবাদতে পরিণত করতে হবে। সে কারণে মমিনের জীবনের সব কাজ দ্বীনদারী, দুনিয়াদারী নয়। যে সব কাজ আমরা দুনিয়াদারী মনেকরি সেগুলি যদি কোরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে সেগুলি নিছক দুনিয়াদারী নয়, দুনিয়াদারী মনে হলেও যেহেতু ঐ সবকাজ ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হলেই আল্লাহর নিকট জবাব দিয়ে বাঁচা যাবে তাই এগুলি দ্বীনদারী, দুনিয়াদারী নয়। একজন ডাক্তারের অস্ত্রপাচার কাজে ব্যবহৃত চাকু মানব কল্যাণে গৃহীত কিন্তু একজন ডাকাতের ঐ চাকু ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যারা ঈমান আনে নি তাদের ভাল কাজগুলি ইবাদত

www.pathagar.com

হিসাবে গৃহিত হবে না ফলে সেগুলি নিছকই দুনিয়াবী হিসেবেই আখ্যায়িত হবে ও দুনিয়ায় পুরস্কৃত হবে। এগুলি আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে পরবে না।

(১২) <u>ইসলাম কি? ইহা কি একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম? না দ্বীন?</u>

সাধারণত আমরা ইসলামকে একটি ধর্ম মনে করে থাকি। অন্যান্য ধর্মের মত অনেকেই ইহাকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। সংকীর্ণ অর্থে একে ধর্ম মনে করলেও আল কোরআনে ইসলামকে দ্বীন বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, “ইন্নাদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম” ইমরান-১৯ অর্থ ঃ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পছন্দমত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। মানুষকে যেহেতু তার জীবনের সমস্ত সময়ই ইবাদতে পরিণত করতে হবে এ জন্য জীবনে চলার সমস্ত বিধি বিধান সম্বলিত জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ ইসলাম নাজিল করেছেন। আমরা মনে করি কালেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব এগুলিই শুধু ইবাদত। হ্যাঁ, এগুলি অবশ্যই বড় বড় ইবাদত, এ পাঁচটি ইবাদতকে ইসলামের মূল ভিত্তি বলা হয়। এগুলি পালনের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা হয় তাতে নৈতিকতা মানবিক মূল্যবোধ ও আল্লাহর প্রতি ভয়, ভালবাসা এবং আনুগত্যে করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন মুমিনের খাঁটি মুসলমান হিসেবে বৃহত্তর অঙ্গনে জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। তাই এগুলিকে মুমিনের প্রশিক্ষণ ঈড়ঁৎংব ইবাদত বলা যায়। এই ইবাদতগুলির উপর পৃথক পৃথক বই রচনা করা আছে যা অধ্যয়ন করতে পারলে এর হাকিকত বুঝা যাবে।

(১৩) <u>আপনি কি নিজের ইচ্ছায় চলবেন, না আল্লাহর ইচ্ছায়? আল্লাহর হুকুম শতকরা কতভাগ মানবেন? আপনি কি আংশিক মুসলমান হতে চান?</u>

যেহেতু আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাই নিজের ইচ্ছায় নয় আল্লাহর ইচ্ছামত চলাই জন্মের দাবী। তবে আল্লাহ মানুষকে দুটি জিনিষের ইখতিয়ার দিয়েছেন প্রথম স্বাধীনতা ২য় ইচ্ছাশক্তি। কেউ এই দুটি জিনিষ আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যয় করতে পারে আর কেউ নিজের ইচ্ছায় ব্যয় করতে পারে। আল্লাহ জোর করে কাউকে তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য করবেন না। তাই আমাদেরকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কি করব।

আল্লাহ বলেন, “ইয়া আইয়্যু হাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কাতু কাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন” ইমরান-১০২

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর যেমন ভয় তাকে করা উচিত আর খাঁটি মুসলিম না হয়ে মরিও না।

আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল বান্দা হতে হলে একশত ভাগ রাজী থেকে তাঁকে মানতে হবে পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে যদি বলি তাঁকে ৫০% মানব তাহলে ৫০% ভাগ শয়তানের আনুগত্য হবে। শতকরা আল্লাহকে

www.pathagar.com

যতটা মানা যাবে ততটাই ইবাদত করা হবে ও মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়া যাবে, আর যতটা মানা হবে না ততটাই কুফরী করা হবে।

কোন সন্তান তার মা বাবাকে অথবা কোন স্বামী-স্ত্রী ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিজেদের সম্পর্ক কি কখনো আংশিক সময়ে জন্য স্বীকৃতি দিতে পারে? এক মুহূর্তের জন্যও সন্তান বলতে পারে না অন্যকেউ তার পিতা বা মাতা অনুরূপ কোন স্বামী-স্ত্রী কিঞ্চিত সময়ের জন্য বলতে পারে না ঐ স্বামী-স্ত্রী অন্যের স্বামী বা স্ত্রী। আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করার পর এক মুহুর্তের জন্যও অন্য কাউকে কোন বিষয়ের মালিক হিসেবে স্বীকার করা যায় না। একজন আইনজীবির স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বাসায় অবস্থান করা, হাট বাজার করা সহ কতিপয় কাজের সময়ই স্বামীকে শুধু স্বীকার ও মান্য করেন না, উপার্জনের বৃহৎসময়েও স্ত্রী স্বামীকে মান্য করেন স্বামীও স্ত্রীকে তাঁর অধিকার নিয়েই দাম্পত্য জীবন গণনা করেন। দুনিয়ায় আমাদের এই পরিচয় যদি এমন বৈশিষ্ট বহণ করে, তাহলে আল্লাহর বান্দা হওয়ার পর এমন কোন সময়ই নেই, যে সময় আর কারো কথা অনুসারে চলা যাবে। কারো কথা অনুসারে চললে সেই মালিক হবে এবং তার কথা মান্য করা তার ইবাদত করা বুঝাবে, আর ইহাই বিরাট শিরকের গুনাহ। অর্থাৎ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষের বিধিবিধান মেনে চলা যায় না, মেনে চলা মানেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে বিধানদাতা মানা হবে ফলে আল্লাহকে মানুষের চাইতে জ্ঞান বুদ্ধিতে ছোট (নাউযুবিল্লাহ) করা হবে। মানুষ কি কখনো আল্লাহর চাইতে বড় হতে পারে? তাহলে কেন আল্লাহর দেয়া আইন কানুন, বিধিবিধান পাশ কাটিয়ে মানুষের তৈরী বিধি বিধান নিয়ে চলা হবে? তাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কি নিজের ইচ্ছায় চলব না আল্লাহর পথ ও রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পদ্ধতি অনুসারে জীবনের সব কর্ম করব?

(১৪) আল্লাহর প্রতিনিধির পরিচয় ও দায়িত্ব কি?

আল্লাহ জন্মসূত্রে আমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ বলেন, "ইন্নি জায়েলুন ফিল আরজে খলিফা" সূরা বাকারা-৩০

অর্থ ঃ আমি জমিনে আমার একজন প্রতিনিধি পাঠাবো।

প্রতিনিধি কাকে বলে, প্রতিনিধির কাজ কি এ কথা বুঝে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা জানি আল্লাহ আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে মা হাওয়া সহ পৃথিবীতে পাঠান এবং বলেন, তাঁর পক্ষ থেকে যে হেদায়ত আসবে তা মেনে চলতে হবে। এতে কোন দুঃখ কষ্ঠ ও দুঃচিন্তা করার কারণ থাকবে না। এই হেদায়তের নাম ইসলাম। একে সঠিভাবে মেনে চলার নামই হল ইবাদত।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, "ফাইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদান ফামান তাবেয়া হুদায়া ফালা খাওফুন য়ালাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানুন" বাকারা-৩৮

হযরত আদম (আঃ) এখানে আল্লাহর প্রথম ও প্রধান প্রতিনিধি। পরবর্তীতে জন্মসূত্রে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই আল্লাহর প্রতনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকবে। আল্লাহর দেয়া হেদায়ত অর্থাৎ ইসলাম যখনই বিকৃত হয়েছে তৎপর তিনি নবী রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার জন্য হেদায়তের (ধর্ম/দ্বীন) ব্যবস্থা করেছেন। নবী রাসূলগণ এ ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নেতা হিসেবে আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত ওহী সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের অনুসারীরা সহযোগি হিসেবে তাঁদের অধীনে কাজ করেছেন।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা যা বুঝতে পেলাম তাহ'ল মানব গোষ্ঠির চলার জন্য আল্লাহ যে জীবন বিধান ওহী হিসেবে পাঠাবেন, বান্দা বান্দীরা তা নবী রাসূলদের সাথে থেকে সহযোগিতা করে দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করবে ও তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহর গোলামী করবে। আল্লাহ হলেন বিধান দাতা, আমরা হলাম তা প্রতিষ্ঠা করার বান্দা বান্দী। আল্লাহ নিজে প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের দ্বারা ঐ কাজটি করে নেন। এজন্যই আমরা তাঁর প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে তিনি সব মানুষকে তাঁর দেয়া বিধানের আনুগত্য করাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি মানুষকে স্বাধীনতা ও ইচ্ছা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহর কথা মানতেও পারে, নাও পারে। তিনি তাঁর হুকুম পালনে কাউকে বাধ্য করেন না। মানুষকে ঐ কাজের স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখাতে চান কারা তাঁর পক্ষে থেকে কাজ করে আর কারা তাঁর বিপক্ষে যায় অর্থাৎ কুফরী করে।

প্রতিনিধির প্রধান কাজ ইসলামী আন্দোলন করা ঃ

আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর উপর ঈমান আনার পর সকল নর ও নারীকে জান মাল দিয়ে ইসলামী আন্দোলন করার হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ। সূরা সফ-১০ আয়াতে এ কথা আল্লাহ বলেন, "তু মিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তু জাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহে বে আম ওয়ালিকুম ওয়া আন ফোসেকুম যালেকুম খায়রুল্লাকুম ইনকুনতুম তায়ালামুন"

ইসলামী আন্দোলনের ঝুঁকিপূর্ণ স্তর যুদ্ধেও আল্লাহ অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা-নেছায় আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে। নেছা-৭৬ তাগুত অর্থ যারা ইসলাম চায়না বরং ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে।

অন্য যায়গায় আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর পথে ততক্ষন পর্যন্ত সংগ্রাম কর যতক্ষন না ফেতনা ফাসাদ দূরিভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

আলকোরআনে আল্লাহ ইহাকে জিজাদ ফি সাবিলিল্লাহ বলেছেন। জিহাদ অর্থ প্রানান্তকর চেষ্টা চালানো। কোন আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো। কোন আদর্শ বাস্তবায়নে এ ধরনের চেষ্টাই জিহাদ। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করতে ইহা আরবীতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বলেছেন। যার অর্থ হল আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করা। ইহাকেই ইসলামী আন্দোলন বলা হয়। আলকোরআনে জিহাদের প্রায় শতাধিক আয়াত আছে।

হাদীস ঃ

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করল না এবং জিহাদের চিন্তাও করল না, এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল সে মোনাফিকি অবস্থায় মারা গেল।

(১৫) জিহাদের ফলাফল কি?

সূরা-সফে ১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রাহে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য (জিহাদ) ইসলামী আন্দোলন করলে তিনি তাদের গুনাহ মাফ করে জান্নাত দিবেন, দুনিয়ায় বিজয়ে সাহায্য করবেন এবং জান্নাতে যা যা চাবে তাই পাবে। এই আন্দোলন ছাড়া অন্যকোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের শুভ সংবাদ নেই।

(১৬) রাসূল (সাঃ) কি জিহাদ করেছেন?

রাসূল (সাঃ) যে জিহাদ করেছেন এ ইতিহাস অনেকে বুঝেও বুঝতে চায়না। এ কথা স্বীকার করতে চায়না বহুমতবাদের দুনিয়ায় ইসলাম কি আপনা আপনি (Automatic) চালু হয়ে গেছে? তাই যদি হয় তাহলে কাফেররা কেন সাহাবী (রাঃ)দের শহীদ করেছে, রাসূল (সাঃ) এর উপর যুলুম নির্যাতন করেছে এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করায় তাঁকে দেশ ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে? শুধু তাই নয় শত্রুদের আক্রমন মোকাবেলা করার জন্য তাঁকে অনেক যুদ্ধে অবতীর্ন হতে হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস এর স্বাক্ষ্য। দেখুন সীরাতুন নবী (সাঃ)।

(১৭) আল্লাহ রাসূলকে (সাঃ) কেন পাঠিয়েছিলেন?

রাসূল (সাঃ) কে পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের তৈরী সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য।

দেখুন ঃ- সূরা সফ- ৯ আয়াত, সূরা আশশুরা-১৩ আয়াত।

কোরআন হাদীস অনুসারে যা জানা যায় তাতে ইসলামী আন্দোলন ছাড়া মুসলমানদের অন্যকোন আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলন করা হারাম।

(১৮) জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি।

অনেকেই জিহাদ বলতে জঙ্গীবাদ বুঝে থাকে। জিহাদ ও জঙ্গীবাদ এক নয়। জিহাদ ইসলাম নামক আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ প্রকারের কাজকে বুঝায়। সহজ অর্থে জিহাদ হল আপ্রাণ চেষ্টা করা অর্থাৎ কোন আদর্শ বাস্ত বায়নের জন্য চেষ্টা চালানো। আল্লাহর দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা

www.pathagar.com

চালানোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা বুঝায়। ইহাকেই ইসলামী আন্দোলন বলে।

আর জঙ্গীবাদ বলতে বুঝায় যুদ্ধংদেহী মনভাব নিয়ে সদা সর্বদা কোন আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চাওয়া। তাদের ঐ মতবাদকে জঙ্গীবাদ বলা হয়। জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী যারা তারা নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাকে মানতে চায় না।

উল্লেখিত জঙ্গীবাদী হওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ তবে ইসলামকে উৎখাতের জন্য কোন শত্রু পক্ষ আক্রমন চালালে তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্দেশ দিলেই ঈমানদার হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ইহা ফরজ।

(১১) (ক) জঙ্গী ও জঙ্গীবাদ কি? (খ) বর্তমানে জঙ্গী ও জঙ্গীবাদির পরিচয়। (গ) জঙ্গীবাদ, জঙ্গীবাদে বিভিন্ন দলের অবস্থান ও জঙ্গীবাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষন। (ঘ) জঙ্গীবাদের কারণ কি।

(ক) জঙ্গী ও জঙ্গীবাদ কি?

জঙ্গীবাদ বলে কোন বাদ নেই। তবে জঙ্গীবাদীদের কাজই জঙ্গীবাদ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

জঙ্গ ১=উর্দু ভাষায় জং=যুদ্ধ, লড়াই=যেমন জঙ্গে বদর, জঙ্গে ওহুদ ও জঙ্গে হিন্দ।

জঙ্গ ২=তুমুল কলহ, প্রচন্ড ঝগড়া।

অর্থ-১ a contest between nations or parties carried on by force of arms, a battle a war.
(স্বশস্ত্র বাহিনী দ্বারা দুইটি পক্ষ বা জাতির মধ্যে লড়াই।)

জঙ্গী১- ১ One of or concerning an army of war, military activities. (যোদ্ধা, আর্মির কাজ বুঝায়)

জঙ্গী২- ২ skilled in war fare, war like (লোক যারা যুদ্ধ করতে পারদর্শী, সৈন্য) soldier.

জঙ্গীবাদের মূল উৎপত্তি উর্দ্দু জং শব্দ হতে। যার অর্থ যুদ্ধ। যুদ্ধ নিয়েই যাদের চেতনা সে চেতনাকেই জঙ্গীবাদ বলা যায়। এক্ষেত্রে যারাই এ কাজ করবে তারাই জঙ্গীবাদি হিসাবে বিবেচিত হবে। উর্দ্দু, ইংরেজি ও বাংলায় আমরা এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেলাম। চলমান কথায় জঙ্গীবাদিকে আমরা যুদ্ধবাজ বলতে পারি। প্রকৃত অর্থে জঙ্গ বা যুদ্ধ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, পক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে হয়ে থাকে। এ বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনাও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহা বর্তমান আছে। আফগানিস্থান, কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, আমেরিকা, বৃটেন, ইউরোপিয়ান বিভিন্ন দেশ সহ গোটা পৃথিবীতে আজ যুদ্ধ চলছে। এদিক দিয়ে প্রধান জঙ্গী রাষ্ট্র আমেরিকা, কেননা তার শক্তি সবচাইতে বেশী হওয়ায় অনেক দেশের উপর তার আক্রমন অব্যাহত আছে। কিন্তু কেউ তাকে জঙ্গী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

বলেনা বা প্রশাসনকে জঙ্গীবাদী বলেনা। যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে কেউ জঙ্গী বলেনা। শুধু মুসলমানরাই জঙ্গী হিসাবে আখ্যায়িত হচ্ছে। মুসলমান কোন সময়ই তথাকথিত জঙ্গীবাদী হতে পারে না। অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের মোকাবেলা করলে তারা জঙ্গীবাদী হতে পারেনা।

আর যদি তাদেরকে জঙ্গীবাদী বলা হয়, তাহলে অপর পক্ষ অবশ্যই প্রথম কাতারের জঙ্গী হবে, তারা হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা যে কোন ধরনের দেশ হোক না কেন?

(খ) বর্তমানে জঙ্গী ও জঙ্গীবাদির পরিচয়।

আফগানিস্তান যুদ্ধ করে জঙ্গী রাষ্ট্র আর আমেরিকা যুদ্ধ করে সুশীল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র বা পক্ষ প্রতিপক্ষের মধ্যে জঙ্গ বা যুদ্ধই সাধারণভাবে হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে তাই জানা যায়। বর্তমানেও তা বিদ্যমান। এখন জঙ্গীবাদী বলতে যাদেরকে বুঝানো হচ্ছে তারা হল একটি মুসলিম সম্প্রদায়। যারা দেশে ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চায় সন্ত্রাসী কায়দায়। সন্ত্রাসী কায়দায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের শরিয়তে কোন সুযোগ নেই। শরিয়ত প্রনেতা মুহাম্মাদুর রাসূল (সাঃ) তা করেননি, করতে নির্দেশও দেননি। তাঁর চোখের সামনেই অনেক নব মুসলিম সাহাবী (রাঃ) কে হত্যা করলেও রাসূল (সাঃ) তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি বা কাউকে প্রতিশোধ নিতেও বলেননি। তবে যুদ্ধে আক্রান্ত হলে তখন যুদ্ধ করেছেন এবং সাহাবীদের (রাঃ) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বলেছেন। এ যুদ্ধে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা শহীদ বলে (আলকোরআন আল্লাহর ও তাঁর) রাসূল (সাঃ) বলেছেন এবং তাঁরা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবেন এ ঘোষণাও দিয়েছেন। দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ বাধলে সরকারের নির্দেশ থাকলে সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে আবশ্যকীয়ভাবে। এটা মুসলিম হিসাবে ঈমানের দাবী এবং শরীয়তে ইহা ফরয।

অন্যথায় কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অন্যদেশের বা নিজদেশের মধ্যে সন্ত্রাসী কায়দায় যুদ্ধ করতে দেয়া যাবেনা। তামিল টাইগার, ভারতের উলফারা যে যুদ্ধ করছে, তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হচ্ছে। তবে পৃথিবীর কেউ তাদের জঙ্গীবাদী বলেনা। দেশের সকল মানুষ যদি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজ নিজ আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে সেটা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই যুক্তি ও ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আফগানিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায় রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে।

যুদ্ধে সে দেশের একটি অংশও রাশিয়ার সাথে ছিল। যুদ্ধের পর প্রায় ৬ বছর সেদেশের ইসলামী সরকার সমূহ শরিয়ত অনুসারে দেশ পরিচালনা করে। পরে আলকায়দা, তাঁলেবান, বুদ্ধের মূর্তি ভাঙ্গা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এবং সেদেশের জনশক্তির একটি অংশ আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামী সরকারের পতন

www.pathagar.com

ঘটায়। বর্তমানেও আমেরিকাসহ ন্যাটো শক্তির অধীনে দেশ চলছে। ইসলামী গোষ্ঠী-তালেবান, ও আলকায়দার সাথে যুদ্ধ হওয়ার কারনে তাদেরকে জঙ্গীবাদী শব্দ দিয়ে পৃথিবীর সকল মুসলিম সম্প্রদায়কে এখন মৌলবাদী ও জঙ্গীবাদী বলে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে খৃষ্টান ও ইহুদী গোষ্ঠীরা। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদী না থাকলেও ১৯৯৭-৯৮ সালের দিক থেকে আফগান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কতিপয় আলেম মুফতি দেশে ফিরে এসে, এখানে বিভিন্ন ইসলামী দল গঠন করে, দেশে সন্ত্রাসী কায়দায় ঘটনা ঘটায়। তখন থেকেই জঙ্গীবাদীদের নাশকতামূলক কাজ নিয়ে বিগত সরকার ও বর্তমান সরকার বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়ে। যদিও প্রতিদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের গ্রেফতার ও বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে। জে,এম,বি, হিজবুত তাহরীর, আল্লাহর দল ইত্যাদি নামে অনেকগুলি দল এ কাজে জড়িত বলে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জানা যায়। আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপট এবং পক্ষ বিপক্ষ আর আমাদের দেশের অবস্থা এক নয়। সেদেশে যুদ্ধ করেছে অন্যদেশের সাথে, আমাদের দেশে এ যুদ্ধের প্রশ্নই উঠেনা। আর সন্ত্রাসী কায়দায় আত্মঘাতি মূলক আক্রমন করে মানুষ হত্যার ইসলামে কোন সুযোগ নেই। জোট সরকারের সময় ইহার মূলোৎপাটন করা হলেও এখনও তাদের তৎপরতা বন্ধ হয়নি। তারা যদি ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চায়, তাহলে রাসূল (সাঃ)'র পথ ধরে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জনগনকে বুঝিয়ে তাদের রায় সংগ্রহ করে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারে। অন্যথায় তাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে ইসলামী আন্দোলনকারী দলগুলিও জঙ্গীবাদের দোষে দোষী আখ্যায়িত হচ্ছে। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের চিন্তা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা দরকার। রাসূল (সাঃ)'র পথই উৎকৃষ্ট পথ।

(গ) জঙ্গীবাদ, জঙ্গীবাদে বিভিন্ন দলের অবস্থান ও জঙ্গীবাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

আমাদের দেশে জঙ্গীবাদের কার্যক্রম প্রকাশ পায় ১৯৯৬ সালে গঠিত আওয়ামীলীগ সরকারের শাসনকাল পরিচালনায় ২ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরপরই। দেশের ভিতরে এ ধরনের কাজ গোপনে গোপনেই চলছিল। যা রমনাবটমূলে, যশোরে উদিচীর মঞ্চে, অতপর দেশের প্রায় ১০ টি যায়গায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ১৭ আগষ্ট দেশের ৬৩ টি জেলায় একসঙ্গে বোমা হামলা হয়। কোটালি পাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও হত্যার জন্য ৭৬ কেজি বোমা ব্যবহারের ঘটনাও ঘটেছিল। মুফতি হান্নান এবং তার ভাই কৃষকলীগ নেতা এর সাথে জড়িত ছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল ২০০৫ সালে, ২২ জন মৃত্যু বরণ করেছিল এবং অনেকে পঙ্গু হয়েছিল। নারায়নগঞ্জে আওয়ামীনেতা শামিম ওসমানের নিজস্ব ব্যবহৃত হলে সমাবেশ চলাকালেও

www.pathagar.com

বোমা বিস্ফোরনে অনেক হতাহত হয়। রহস্য উদঘাটন সঠিকভাবে এখনও করা সম্ভব হয়নি। ঝালকাঠিতে ২ জন বিচারপতিকে বোমা বিস্ফোরনে হত্যা করে জঙ্গীরা। আত্রাই, রাজশাহীর বাগমারা ইত্যাদি জায়গায় এদের করা ক্যাম্পে জনযুদ্ধ এবং সর্বহারা নিধনের নামে জঙ্গীবাদের সাথে জনগন মিলিতভাবে কাজ করার তথ্যও পরে প্রকাশ পায়। দেরীতে হলেও জোট সরকারের শাসনামলে উক্ত কার্যক্রম পূনঃ প্রকাশ পায়, জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচার করা হয়েছে, বর্তমানেও একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছে। দেখা যায় প্রকৃত অপরাধীদের পাশ কাটিয়ে ইসলামী জনতাকে দোষারোপ করায় প্রকৃত অপরাধীরা বেঁচে যাচ্ছে এবং ভিতরে ভিতরে তাদের কার্যক্রম এখন পর্যন্তও চালিয়ে যাচ্ছে।

এ কাজ বন্ধ হয়নি। ২০১৬ সালেও হলি আর্টিজান সহ বেশ কয়টি ঘটনা লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায় এবং কারা এগুলি করছে ও তাদের পৈত্রিক ও রাজনৈতিক পরিচয় অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(ঘ) জঙ্গীবাদের কারণ কি?

১। ইসলামের সঠিক বৈশিষ্ট্য জানা না থাকা।

২। ইসলামকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করার সঠিক ইতিহাস না জানা।

৩। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

৪। রাসূল (সাঃ) এর পথ পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ না করা।

৫। ইকামাতে দীন বা দীন চালু করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ না বুঝা।

৬। ইকামাতে দীনের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে ভূলভাবে গ্রহণ করা।

৭। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পাঁচ শ্রেণীর কাজের মধ্যে শুধু কিতাল ফি সাবিলল্লাকেই (সসস্ত্র) একমাত্র পথ গ্রহণ করা।

৮। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজকে ভুল বুঝা।

৯। ইসলামী ঈমান তৈরী হওয়ার পর যারা যেভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম দেখতে চায় দেখতে না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হওয়া।

১০। বাকা পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে বাচার আশা করা।

১১। মুসলিম দেশে বিশেষ করে আফগানিস্থান, ফিলিস্তিন, হার্জে গবিনা, মিয়ানমার সহ বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর চরম যুলুম, নির্যাতন, পশুত্ব আচরণ নারী পুরুষ শিশুদের হত্যার প্রতিশোধে মুসলিম মুজাহিদদের ভূমিকায় কিছু সংখ্যক আলেম ওলামা ও যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হওয়া ও ঐসব দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুদ্ধ করা ও নিজ নিজ দেশে ভূমিকা রাখার অনুরূপ চেষ্টা করা, যা এ দেশে গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। মুসলমানদের জীবন যাত্রা পূর্ণাঙ্গী ইসলামী করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রর প্রয়োজন। দেশে কোরআনের শাসন চালু না থাকা ও ইসলাম নানাভাবে নিঘৃত হওয়ার কারণে ওরা নানাভাবে বিক্ষুব্ধ হওয়া।

www.pathagar.com

১৩। এরা দীন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সঠিক মনে করে না ও যুদ্ধকেই সঠিক পথ মনে করে।

১৪। ওদের নেতারা জিহাদ ফি সাবিলল্লাহর কাজ ভুল পথে বুঝিয়ে শহীদ হওয়া ও জান্নাত পাওয়ার লোভনীয় সুসংবাদে উদ্বুদ্ধ করে।

১৫। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম বুঝানো, নিজের আত্মগঠন করে খাঁটি মুসলমান হওয়া, সংঘবদ্ধ হয়ে ইসলামী আন্দোলন করা, ন্যায় চালু অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং রাষ্ট্র ইলামের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সরকারী নির্দেশে সসস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ হল রাসূল (সাঃ) এর দেখানো পথ। জঙ্গীবাদীরা সব পথ ছেড়ে নিজেদের ইচ্ছায় শুধু শেষ পথ অনুসরণ করছে। যা ভ্রান্ত পথ।

১৬। কতিপয় যুবক পারিবারিক, কর্মজীবন ও ব্যক্তি জীবনে ঘাত প্রতিঘাতের কারণে শেষ আত্মতৃপ্তি ও শান্তি লাভের আশায় এ পথ অনুসরণ করে থাকে।

১৭। বিচারহীনতা জঙ্গীবাদ উত্থানের অন্যতম একটি। সঠিক বিচার না করা, সঠিক সময়ে বিচার না করা, বিচারে পক্ষপাতিত্য করা, প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের পরিবর্তে অন্যদের বিচার করে মানবিক বিপর্যয় ঘটানো জঙ্গীবাদ সৃষ্টি অন্যতম কারণ বলে জানা যায়।

(২০) জিহাদের কাজ পাঁচ প্রকার।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ (১) দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর পথে দাওয়াত) দ্বীনের জন্য মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। বিভিন্ন পন্থায় মানুষের নিকট ইসলামের সু মহান আদর্শ তুলে ধরার জন্য জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। ইহাকে দাওয়াত ও তাবলীগ বলা হয়। এ বিষয়ে কোরআন হাদীস অনেক বক্তব্য আছে এবং পৃথক পৃথক বই রচনা করা আছে। এ কাজ করতে গিয়ে নবী রাসূলগণকে লাঞ্চিত হতে হয়েছে এবং অনেককে শহীদ করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে দাওয়াত ও তাবলীগ শুধুমাত্র কয়টি উসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাথমিক ভাবে কালেমার দাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে এর ব্যাখ্যা হিসেবে সমগ্র কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এর ২৩ বছরের নবুয়াতী জিন্দিগীর প্রতিটি দিকের উপর দাওয়াত ও তাবলিগ করতে হবে। সূরা-মায়দায় আল্লাহ দাওয়াত ও তাবলীগের সিলেবাস দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়্যহার রাসূলু বাল্লিগ মা উনযিলা ইলায়কা মির রাব্বিকা ওয়াল্লিম তাফয়াল ফামা বাল্লাগতা রেসালাতাহু, ওয়াল্লাহু ইয়াছিমুকা মিনান্নাছ। সূরা মায়দা-৬৭

অর্থ ঃ হে রাসূল তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌছাও। যদি তুমি তা না করো তাহলে তুমি তার রেসালতের হক আদায় করলে না। মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন।

www.pathagar.com

এখানে রাসূল (সাঃ) এর রেসালতের দায়িত্বই পালন হবে না, যদি না আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌছানো হয়। কাজেই ইসলামকে যেমন কাট সাট করা যাবে না তদ্রুপ অতিরিক্ত কিছু সংযুক্তও করা যাবে না।

(২) শাহাদাতে অলান্নাস- মানুষের নিকট সথ্যের সাক্ষ্যদাতা হওয়া।

নিজের যাবতীয় দূর্বলতা ও অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করা। ইহা জিহাদের অংশ। দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করা খুব কঠিন কাজ, একটি সাধনা।

(৩) একামাতে দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা) অর্থ দলবদ্ধ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য জান মাল ব্যয় ব্যবহার করে কাজ করা। এ কাজে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হবে। কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি ইহা করতে দিবে না।

(৪) কেতাল ফি সাবিলিল্লাহ (সস্ত্রযুদ্ধ) ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রু পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করলে মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা।

(৫) আমর বিল মা'রুফ নেহি আনেল মুনকার অর্থ- সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে। ইহা জিহাদের শেষ স্তর। হাদীসে আছে এ কাজ করার জন্য (ক) হাতে শক্তি (আইন বা রাষ্ট্র ক্ষমতা) থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে। ক্ষমতা না থাকলে- (খ) জবান ব্যবহার করতে হবে, লেখালেখি ও প্রতিবাদ, মিছিল মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা করতে হবে। (গ) উপরের দুটি সম্ভব না হলে, ঘৃনা করা ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করা। হাদীসে একে আজাফুল ঈমান বলা হয়। অর্থ দূর্বল ঈমান।

(২১) আমাদের জন্মের তৃতীয় পরিচয়।

মৌলিকভাবে জন্মের উদ্দেশ্য দুটি হলেও উম্মতে মোহাম্মাদী হিসেবে আমাদের একটি অতিরিক্ত পরিচয় আছে। সেটি হল খায়রা উম্মত (শ্রেষ্ঠ উম্মত)।

রাসূল (সাঃ) শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী দুনিয়ায় আসবেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর উম্মত হিসেবে ঐ খেতাব দিয়ে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটি হল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ বন্ধ করা। নবী রাসূল (সাঃ) গণ একাজই করেছেন।

দেখুন-সূরা ইমরান-১১০ আয়াত।

অবশ্য এক সময় ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন, তবে নবী হিসেবে নন, রাসূল (সাঃ) এর উম্মত হিসেবে। আমাদের তৃতীয় পরিচয়ের কারণে জন্মসূত্রে যেমন আল্লাহর প্রতিনিধি, সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ রাসূল (সাঃ) এর প্রতিনিধি মনে করতে পারি। যেহেতু রাসূল (সাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে গেছেন আমাদেরকে এখন ঐ কাজটি ফরজ হিসেবে করে প্রতিনিধির হক আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

(২২) মানুষের মৃত্যু হবেই হিসাব শেষে জান্নাত না হয় জাহান্নাম।

সকল সত্বার যেহেতু মৃত্যু আছে, আমাদেরকেও মৃত্যু বরণ করতেই হবে। কবর থেকে হাশরের মাঠ ও আল্লাহর আদালত পর্যন্ত পৌছা আখেরাতের এক লম্বা ইতিহাস বিভিন্ন বই পুস্তকে বর্ণনা করা আছে আমি তা বর্ণনা করতে চাই না। তবে কারা যাবে জান্নাতে আর কারা জাহান্নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে চাই।

(২৩) কারা যাবে জান্নাতে কারা জাহান্নামে?

জান্নাত মানুষের শেষ আবাসস্থল, যা কোন দিন শেষ হবে না। ইমানদার লোকেরা যারা পরকালে বিশ্বাস করেন, তারা সব সময় এ নিয়ে চিন্তায় থাকেন। জান্নাত কে পাবে আর কে পাবেনা এর ফায়সালা আল্লাহর হাতে। তবুও আল্লাহ জান্নাত পাওয়ার পথগুলি বলে দিয়েছেন। আমাদের তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে, সদা সর্বদা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, তার উপর ভরসা করে তার অনুগ্রহের আশায় কাঁদতে হবে। জান্নাত পাওয়া সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ কথা থাকলেও সংক্ষেপে কতিপয় কথা উল্লেখ করতে চাই, জান্নাতে কারা যাবে, কোরআন শরীফে প্রায় ৬০ টি সূরায় তার বর্ণনা আছে।

(১) আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কেউ নিজের আমলের গুণে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। সূরা-দুখান-৫৬-৫৭ আয়াত।

রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ যদি আমাকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি পার হতে পারব না।

(২) আল্লাহ বলেনঃ- এই লোকদের বল, আমি কোন অভিনব রসূলতো নহি। আমি জানিনা কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। আর আমার প্রতিই বা কি করা হবে। সূরা- আহকাফ- ৯ আয়াত

(৩) জান্নাত বাসীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রাজী। সূরা-আরাফ-৪৩,৪৯ আয়াত, সূরা-তাহরীম-৮ আয়াত

(৪) জান্নাতে মানুষ চিরন্তন জীবনের অধিকারী হবে-সূরা-ছফফাত-৫৮-৫৯, মুমিন-৮, দুখান-৫৬।

(৫) শহীদদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ-ইয়াসীন-২৬-২৭।

(৬) জান্নাতে সৎকর্মশীল লোকদের তাদের নেক পিতামাতা, সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে। সূরা-মুমিন-৮, তুর-২১ আয়াত

(৭) জান্নাত প্রাপ্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। সূরা-নিসা-১৩ আয়াত, আরাফ-৪৩ আয়াত, হাদীদ-২১ আয়াত

(৮) আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে ইসলামী আন্দোলন করলে আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন-সফ-১১-১২ আয়াত।

(৯) আল্লাহর জন্য যারা ঘরবাড়ী ত্যাগ করবে, কষ্ট করবে, লড়বে মারা যাবে, গুনাহ মাফ ও জান্নাতে যাবে তারা-সূরা-এমরান-১-১৫ আয়াত

www.pathagar.com

(১০) যারা পূর্ণ ঈমান আনল ও নেক আমল করল তারা জান্নাতী। আর যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করল তাদের স্থান জাহান্নাম। সূরা-ইউনুস-৪ আয়াত

(১১) জান্নাতী তারাই, যারা পার্থিব কাজ কর্মে সম্মানযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে-দাহর-২২ আয়াত

(১২) মুমিন বেহেশতে যাবে। নেছা-১২৪ আয়াত

বিশদভাবে জানতে "কারা যাবে জান্নাতে ও জাহান্নামে" বইটি পড়ুন। ইনশাআল্লাহ।

অপরদিকে, জাহান্নামের ফায়সালা আল্লাহর হাতে। তবে যেসব আমল করলে জাহান্নাম হবে, তার কতিপয় কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল। বিশদভাবে জানতে "কারা যাবে জান্নাতে ও জাহান্নামে" বইটি পড়ুন। প্রায় ৭১ টি সূরায় কারা জাহান্নামে যাবে তার বর্ণনা আছে।

(১) জান্নাতে এমন ব্যক্তি প্রবেশ করবেনা, যে দ্বীন ইসলামকে কবুল করতে অস্বীকার করবে। -তওবা-১ আয়াত

(২) যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে ও উহার মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সূরা-আরাফ-৪০ আয়াত

(৩) আল্লাহর হুকুম অমান্য করলে জান্নাতে থাকতে পারবেনা অর্থাৎ নাফরমানকারীরা। সূরা-ত্বহা-১১৭ আয়াত।

(৪) কাফেররা জাহান্নামে যাবে। যুমার-৭২ আয়াত।

(৫) প্রত্যেক পথভ্রষ্ট দলের নেতারাই কিয়ামতের দিন তার অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। সূরা-হুদ-৯৮ আয়াত

(৬) মোশরেকরা (শিরককারীরা) তাদের মিথ্যা মাবুদ সহ জাহান্নামে যাবে। সূরা-সাফফাত-২২-২৩ আয়াত

(৭) শয়তান ও তার অনুসারীরা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। সূরা-হাশর-১৭ আয়াত।

(৮) ইহুদীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত-হাশর-২-৩ আয়াত।

(৯) গুনাহগার মুমিনরা জাহান্নামে যাবে। আবার অনেকে অপরাধ ও আমলের শ্রেণীভেদে আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা পেতে পারেন। সূরা-ফাতির-৩০-৩৪ আয়াত।

(১০) পাপীলোকেরা জাহান্নামে যাবে। সেখান থেকে কখনোই সরে পড়তে পারবেনা। ইনফেতার-১৪-১৬ আয়াত।

(১১) যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াত সমূহ মিথ্যা মনে করছে, তারাই জাহান্নামী। সূরা-মুমিন-৬০ আয়াত, মায়দা-১০ আয়াত।

(১২) ইন্নালমুনাফেকিনা ফিদ্দারকেল আসফালে মিনান্নার"

অর্থ ঃ- মোনাফেকদের স্থান জাহান্নামের অতলতলে। (নেসা-১৪৫ আয়াত)।

www.pathagar.com

(১৩) আল্লাহর বিধান যারা গ্রহণ করবেনা, গ্রহন করতে অস্বীকার করবে এবং তাঁর বাণী, আদেশ নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। সূরা-বাকারা-৩৯ আয়াত।

(২৪) পেশার জীবন জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাওয়ার প্রধান নিয়ামক।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈমানের দাবী পূরণে সম্ভবত সীমাবদ্ধভাবে কতিপয় আমল করতে পারা যায়। কিন্তু পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অনেকটাই পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা সম্ভব নয়, যদি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুকূলে না থাকে। আমলে সালেহর উপর যেহেতু জান্নাত পাওয়া নির্ভর করে, তাই জীবনের একটি বড় সময়, যা উপার্জনে (পেশায়) ব্যয় হয়ে থাকে, উহা আমলে সালেহ হিসেবে গণ্য হতে হবে। পেশার জীবন যদি কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক হয়, তাহলে জান্নাত পাওয়া আশা করা যায়। আর যদি তা না হয়, তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। পেশার কাজ বৈধ অথবা অবৈধ হতে পারে। উৎপাদিত সেবা বা দ্রব্য সামগ্রী হালাল-হারাম হতে পারে, পেশার বৈশিষ্ট শরীয়ত বিরোধী হতে পারে, উপার্জনের পথে ন্যায় অন্যায়, সৎ ও অসতের প্রশ্ন উঠতে পারে, সুদ ঘুষ ও হক নষ্ট এবং ইনসাফের বিরুদ্ধে হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহর বিধি বিধানের পরিপন্থি হতে পারে। পেশাগত কাজ ও সময় ব্যয় যদি আল্লাহর নিকট ইবাদত হিসেবে কবুল না হয় তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। কেন না পেশায় ব্যয় করা সময়ও আল্লাহর দেয়া এবং আমার জীবনের অংশ। এ সময় ব্যয় আল্লাহর ইবাদতের বাইরে হলে শয়তানের ইবাদতের মধ্যে পড়বে। ফলে গোনাহগার হতেই হবে। বিচার পেশায় সম্পৃক্ত থেকেও আপনাদেরকে সদা সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে আমার পেশায় কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা বা ইবাদতের বাহিরে যাচ্ছে কিনা?

(২৫) পারিবারিক ভাবে আল্লাহ জান্নাত দিবেন, আপনি কি তা চান? করণীয় কি?

আল্লাহ জোরা ঠিক করে আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সবচেয়ে শান্তির অবস্থান দাম্পত্য জীবন, এর মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম সন্তান সন্ততি লাভ। এক সময় আমরা পিতা মাতা তৎপর দাদা দাদী হয়ে যাই অথবা দাদা দাদী মা বাবাদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সন্তান সন্ততিদের নিয়ে পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করি। আমাদের পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে একে অপরের প্রতি দাঁয়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকি। আমাদের সার্বিক ব্যবস্থার মূলে থাকে কিভাবে আমরা পারিবারিকভাবে সুন্দর ও সুখের জীবন যাপন করব। মধুময় ও স্বার্থক পারিবারিক বৈশিষ্ট অর্জনের জন্য যে কোন পেশার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে ভরন-পোষণ, শিক্ষা দীক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনে আমরা নিবেদিত থাকি। আমাদের জীবন যাপন পারিবারিক ভাবে যদি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর চাওয়া মোতাবেক হয় তাহলে জান্নাতে একত্র থাকার ব্যবস্থা করবেন বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ এখন আমরা কি দুনিয়ার মত পারিবারিক জীবন জান্নাতে পেতে চাই?

অবশ্যই বলবেন, হ্যাঁ, তাহলে আমাদেরকে ইসলামী পরিবার তৈরী করতে যেমন শিক্ষা দরকার, তেমনি উপার্জন হালাল-হারাম দেখে করতে হবে। পরিবারের প্রতি তারাই বড় বন্ধু যারা আখেরাতে একত্রে জান্নাতে বসবাস করতে চায়। পারিবারিক ভাবে জান্নাতে থাকা সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত "কারা যাবে জান্নাতে কারা জাহান্নামে" দেখুন। বিশেষ করে নিম্নের ৩টি সূরার আয়াতগুলি ব্যাখ্যাসহ অধ্যায়ন করুন। সূরা ঃ মুমিন-৮, তুর-২১, রা'আদ-২৩ দেখুন।

উল্লেখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ বলেন, দাদা-দাদী, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি যারাই সৎ আমল করবে তারা সকলেই পারিবারিক পরিচয়ের কারণে জান্নাতে একই স্থানে অবস্থান করার সুযোগ পাবে। আমল কম বেশী হলেও আল্লাহ দয়া করে Promotion দিয়ে উপরে তলার আত্মীয়র নিকট পৌছাবেন।

জান্নাতে যেতে আমলে সালেহ (সৎ আমল) প্রয়োজন।

জান্নাত পেতে হলে আমাদেরকে আমলে সালেহ করতে হবে। নিজের বয়স; জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে ২৪ ঘন্টার জীবনে পেশার দায় দায়িত্ব সহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে যে সব আমলে সালেহর অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। আমলে সালেহর তালিকা পূর্বে দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন তা দেখুন ও আমল করুন।

(২৬) জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে কবীরা গুনাহ হতে মুক্ত হতে হবে।

কবীরা গুনাহ অর্থ বড় গুনাহ। শিরক সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহর সংখ্যা হাদীসে ৭টি তবে এর সংখ্যা প্রায় ৭০ টি। কবিরা গুনাহের তালিকা ঃ

১। শিরক (অংশীদার) করা।

২। নরহত্যা করা।

৩। যাদু করা।

৪। নামাজ ত্যাগ করা।

৫। যাকাত না দেয়া।

৬। বিনা ওযরে রমজানের রোজা ভঙ্গ করা।

৭। সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্ব পালন না করা।

৮। আত্মহত্যা করা।

৯। পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও তাঁদেরকে দুঃখ দেয়া।

১০। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করা।

১১। ব্যভিচার।

১২। সমকাম বা যৌন বিকার।

১৩। সুদের লেনদেন।

১৪। ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ ও তার উপর যুলুম করা।

১৫। আল্লাহ এবং রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা।

১৬। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন।

www.pathagar.com

১৭। শাসক কর্তৃক শাসিতের উপর যুলুম ও প্রতারনা এবং এর সমর্থন ও সাহায্য করা।
১৮। অহংকার।
১৯। মিথ্যা স্বাক্ষী দান করা।
২০। মদপানকারী।
২১। জুয়া।
২২। সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করা।
২৩। রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা।
২৪। চুরি করা।
২৫। ডাকাতি করা।
২৬। মিথ্যা শপথ করা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা।
২৭। অত্যাচার বা যুলুম করা।
২৮। জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা।
২৯। হারাম খাওয়া ও যে কোন হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ভোগ দখল করা।
৩০। মিথ্যা বলা।
৩১। বিচারে দুর্নীতি অবলম্বন করা।
৩২। ঘুষ খাওয়া।
৩৩। নারীর সাথে পুরুষের এবং পুরুষের সাথে নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ।
৩৪। নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দান।
৩৫। তালাকপ্রাপ্তাকে হিলা করা নারীর তাহ্লীল।
৩৬। প্রস্রাব থেকে পবিত্র না হওয়া।
৩৭। রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত বন্দেগী করা।
৩৮। নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করা এবং ইলম গোপন করা।
৩৯। খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা।
৪০। নিজের দান ও অনুগ্রহের স্মরণ করিয়ে খোঁটা দেয়া ও প্রচার করা।
৪১। তাকদীরকে অস্বীকার করা।
৪২। মানুষের গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করা।
৪৩। চোগলখুরী করা।
৪৪। কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে গালি দেয়া।
৪৫। ওয়াদা ভঙ্গ করা।
৪৬। ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতষীর কথা বিশ্বাস করা।
৪৭। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘণ।

www.pathagar.com

৪৮। প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আঁকা, ছাপানো, খোদাই করা, টানানো ও সংরক্ষণ।

৪৯। উচ্চস্বরে বিলাপ করা, বিপদে, দুর্যোগে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি।

৫০। বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য ও অহংকার।

৫১। দুর্বল শ্রেণী, দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী ও জীব-জন্তুর সাথে অমানুষিক আচরণ।

৫২। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৫৩। মুসলমানদের উত্যক্ত করা, গালি দেয়া ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করা।

৫৪। সৎ ও খোদাভীরু বান্দাহ্দেরকে কষ্ট দেয়া।

৫৫। দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরিধান করা।

৫৬। পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা।

৫৭। বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া।

৫৮। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে জন্তু যবাই করা।

৫৯। জেনেশুনে নিজেকে পিতা ছাড়া অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া।

৬০। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সত্যের বিরোধিতা করা।

৬১। উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেয়া।

৬২। মাপে ও ওজনে কম দেয়া।

৬৩। আল্লাহর আযাব ও গযব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া।

৬৪। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৬৫। বিনা কারণে জামায়াত পরিত্যাগ করা ও একাকী নামায পড়া।

৬৬। ওসিয়তের মাধ্যমে অনিষ্ট করা।

৬৭। ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা।

৬৮। কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয়।

৬৯। মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় শত্রুর কাছে ফাঁস করা।

৭০। কোন সাহাবীকে গালি দেয়া বা সমালোচনা করা।

কবীরা গুনাহ্ হতে বাচার উপায় ঃ

(১) ব্যক্তি উদ্যোগ ঃ কবীরা গুনাহ সমূহ জানা দরকার এবং তা থেকে দূরে থাকার জন্য দৃঢ় থাকতে হবে।

(২) কবীরা গুনাহ হতে সমাজের সকল মানুষকে বাঁচতে হলে রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে ঐগুলি নিষিদ্ধ করতে হবে এবং তদস্থলে আল্লাহর বিধিবিধান চালু করে জাতিকে ঐ অপরাধ থেকে বাঁচাতে হবে।

www.pathagar.com

(২৭) শিরক্ সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ।

শিরক্ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "ইন্নাশ শিরকা লা যুলমুন আজিম" সূরা লোকমান-১৩

অর্থ ঃ শিরক হল আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। সূরা নেছা-৪৮, ১১৬।

শিরক কতভাবে হয় তা জানা মুমিনের একান্ত কর্তব্য-ফরজ।

আলকোরআনে শিরকের গুনাহকে ৪ ভাগে বর্ণনা করা আছে। হাদীসে এগুলির ব্যাখ্যা আছে।

শিরক ও মুনাফেকীর মধ্যে পার্থক্য কি?

শিরক অর্থ আল্লাহর চাইতে সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। মোনাফিক হল ভিতরে ও বাইরে আলাদা চরিত্র, পৃথক রূপ। মুখে মধু ভিতরে পঁচা। শিরককারীকে চিনা যায়, বুঝা যায়, সতর্ক থাকা যায়, কিন্তু মোনাফিককে সহজে বুঝা যায়না। প্রাথমিক পর্যায়ে চিনাও যায়না। ঈমানদারদের জন্য শিরককারীদের চাইতে মুনাফিকরাই বেশী ভয়ের কারণ। এরা হল "কোচের ছুরি পেট কাটার মত" ঘরে শত্রু বিভিষন যে ভূমিকা পালন করে, এরা তাই। এরা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব দেখাবে কিন্তু বাহ্যিক কাজকর্ম দলের স্বার্থেই করবে। আল্লাহর সব কথার সাথে সায় দিবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে আল্লাহ্‌বিরোধী। ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, সহযোগিতা করবে শত্রুদের, পরিকল্পনায় তাদের রসদ যোগাবে। মুনাফিকের সরদার, আব্দুল্লাহ বিন ওবাই এর চরিত্রে ওরা রঞ্জিত হবে। এরা প্রকৃত পক্ষে বাহ্যিকভাবে আল্লাহকে স্বীকার ও কিছু কিছু আমল করলেও এদের অন্তর আল্লাহর আইন কানুন ও ইসলামী নেতৃত্বকে সহ্য করতে পারে না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন মুনাফিকদের স্থান হবে- দারকাল আসফালিনে অর্থাৎ জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে। মুনাফিকের চারটি পরিচয় আছে- (১) ওয়াদা ভঙ্গ করে (আল্লাহর কাছে করা আল্লাহ ও রাসূলকে সাহায্য না করা)। (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলে। (৩) আমানতের খেয়ানত করে। (৪) অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া।

মনেরাখতে হবে ঈমানদার মুসলমানরাই মোনাফেক হয়। কাফেররা নয়। তারা প্রকাশ্য বিরোধী। মোনাফিক মুমিন ইসলামের জন্য ক্ষতি কারক। আল্লাহর কিছু কথা মানার পর, অনেক কথা স্বীকার না করে চলা মোনাফিকী চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিরকের প্রথম ও শেষ দরজা কি?

আল্লাহকে স্বীকার করে প্রকৃতিকে শক্তি মনে করা ও আল্লাহকে স্বীকার করার পর, কোন ক্ষেত্রে তাঁর কথার উপর সন্দেহ করে বিকল্প চিন্তা করা। তাঁর কথা কি তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তবে প্রথম পর্যায়ে আল কোরআনের কোন একটি কথার

www.pathagar.com

প্রতি সন্দেহ সংশয় করা ও বিকল্প সমাধানের চিন্তা করা। শেষ দরজা হল বাস্তব রূপদেয়া। কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর বিকল্প মনে করা। অনেকেই আল্লাহর বিকল্প কথা হয়তো বুঝতে সমস্যা মনে করবেন। গাছ, বৃক্ষ, চন্দ্র-সূর্য, দেব-দেবী, মানুষকে পূজা করা ও মৃত ব্যক্তির নিকট ধর্না দেয়া। অন্যকথায় মানুষের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর যে ব্যবস্থাপনা আল কোরআনে দেয়া আছে, তার বিকল্পচিন্তা করা, কাজ করা, মতবাদ সৃষ্টি করা ও তা বাস্তবায়ন করা। নিম্নে আমি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই। নিম্নে উল্লেখিত শিরকী কাজগুলি আমাদের দ্বারা হচ্ছে কি না ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।

শিরক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়? শ্রেণী বিভাগঃ

শিরকের শ্রেণী ৪ ভাগে বিভক্ত-

(১) খোদার জাত ও মূল সত্তায়।

(২) খোদার গুণাবলীর সাথে।

(৩) খোদার ইখতিয়ারের সাথে।

(৪) খোদার অধিকারের ক্ষেত্রে।

খোদার জাত ও সত্তায় শিরক হল ঃ-

(ক) মূল খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানানো। যেমনঃ-

(১) খৃষ্টানদের তিন খোদার আকীদা বিশ্বাস।

(২) আরবের মুশরিকদের দ্বারা ফেরেশতাদেরকে খোদার কন্যা মনে করা ও

(৩) দেবদেবী ও নিজেদের জাত বংশকে খোদার জাত বলে বিশ্বাস করা।

খোদার গুণাবলীর সাথে শিরক ঃ-

খোদার যেসব গুণ আছে সেগুলি কারো মাঝে মনে করা, বিশ্বাস করা ও চাওয়া। আল্লাহর ৯৯ টি গুণাবলীয় নাম আছে এর একটিও যদি মানুষের জন্য মনে করা হয়।

যেমনঃ

(ক) গায়েব জানে বলে কাহাকেও বিশ্বাস করা।

(খ) কেউ সব কিছু জানে।

(গ) সবকিছু শোনে।

(ঘ) কেউ সকল প্রকার দূর্বলতা ও অক্ষমতা হতে মুক্ত এবং

(ঙ) সকল প্রকার দোষ ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

ইখতিয়ারের সাথে শিরক ঃ-

খোদার জন্য যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নির্দিষ্ট আছে তা অন্যের মধ্যে মনে করা।

যেমনঃ

(ক) অতি প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা।

(খ) প্রয়োজন পূরণ করার।

(গ) সাহায্য সহযোগিতা করার সমর্থ মনে করা।

www.pathagar.com

(ঘ) রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা শোনা করার শক্তি।
(ঙ) দোয়া প্রার্থনা শোনার।
(চ) ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য নষ্ট করার ক্ষমতা থাকা।
(ছ) হালাল-হারাম, জায়েজ নাজায়েজের সীমা নির্দিষ্টকারী।
(জ) মানব জীবনের জন্য আইন ও বিধান রচনা করা।
এগুলি সবই আল্লাহর ইখতিয়ার ও ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর একটিও মানুষের ক্ষমতার মধ্যে মনে করাই শিরক।

অধিকারের ক্ষেত্রে ঃ-

খোদার যে অধিকার তার একটিও যদি বান্দার জন্য মনেকরা হয় তাহলে শিরক হবে। যেমনঃ (ক) রুকু সিজদা করা। (খ) হাত জোর করে বিনীতভাবে কারোও সম্মুখে দাঁড়ানো। (গ) কারোও আস্তানা চুম্বন করা। (ঘ) কারোও সামনে মাথা নত করা। (ঙ) নেয়ামতে কৃতজ্ঞতা ও কোন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও শ্রেষ্টত্বের জন্য নামে মানত বা নিয়াজ আর বলিদান করা। (চ) প্রয়োজন পূরণ ও বিপদমুক্তির আশায় মানত মানা মৃত বা জীবিতদের নিকট। (ছ) বিপদ মুছিবতে সাহায্যের জন্য ডাকা, এইরূপে পূজাকরা, তাজীম করা, পবিত্রতা বর্ণনার অন্যান্য যত ধরন ও পদ্ধতি খোদার জন্য নির্দিষ্ট তা অন্যের জন্য মনে করা। (জ) প্রেম ভালবাসা, ভয়, ত্যাগ, কুরবানী যা আল্লাহর কারণে হওয়ার কথা তা না হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে হওয়া। ভয় পাওয়া শুধু আল্লাহর জন্যই শোভা পায়। (ঝ) আনুগত্য অর্থাৎ হুকুম মানতে হবে শর্তহীনভাবে শুধু খোদার। (ঞ) আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান আইনকানুনের বিকল্প মানুষের তৈরী বিধি-বিধান তৈরি করা অর্থ-আল্লাহর অধিকারে হাত দেয়া। এটা বড় শিরক। বর্তমান বিশ্বে খোদার এই অধিকারে হাত দেয়াতেই পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজমান। আজ যারা দেশ পরিচালনার জন্য আইন কানুন তৈরি করছেন, যারা সেই আইন তৈরীতে নানাভাবে সহযোগিতা করছেন, আল্লাহর নির্দিষ্ট আইনকে পরিত্যাগ করছেন তাঁরা কি একবারও চিন্তা করতে পারেন তাঁদের ঐ কাজ খোদার সাথে শিরকের পর্যায়ে পড়ে কি না? উপরের বিভিন্ন ধরনের শিরক থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

শিরকের ভয়াবহ পরিণতি কি? আপনার জীবনে কি শিরক করছেন?

শিরক সম্পর্কে মুসলমানের মধ্যে আলোচনা থাকলেও এর সীমা না জানার কারণে প্রতিনিয়ত এই কবীরা গুনাহর কাজ আমাদের দ্বারা হয়েই চলছে। দুনিয়ার যুক্তিতে যদি বলি আপনার ভৃত্য আপনার খায়, আপনার পরে, আপনার বাড়ীতে থাকে, আপনার নিকট থেকে সকল সুযোগ সবিধা ভোগ করে থাকে, কিন্তু আপনার প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে। তার কথা মত চলে, আপনার বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে, তখন আপনি কেমন মনে করবেন? আপনার ভৃত্য প্রতিমুহূর্তে আপনার প্রতিপক্ষের কথা মানলে, মঙ্গল কামনা ও রক্ষার জন্য কাজ

www.pathagar.com

করলে আপনি তার উপর খুশী থাকার কথা নয়। আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তান, আপনার প্রিয়জন, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যের জন্য হয়ে গেলে, তা আপনি কিভাবে গ্রহণ করবেন? খোদা আমাদের স্রষ্টা, মালিক, মাবুদ, ডাক শোনেন, খেতে দেন, জমা-জমি, আকাশ-বাতাস, পানি, জীবন ধারনের সকল উপায় উপাদান প্রদানকারী, সুখ-দুঃখের মালিক, ইহকাল পরকালের মালিক, জাহান্নাম-জান্নাতের মালিক, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, মানুষের চলার জন্য আইনদাতা, বিধানদাতা তিনিই, জবাব দিতে হবে তাঁরই কাছে, হিসাব গ্রহণকারী একমাত্র তিনিই, ক্ষমা করতে পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন একমাত্র তিনি, সকল চাহিদা ও প্রয়োজন একমাত্র তিনিই পূরণ করে থাকেন। এতকিছুর পরও যদি আমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে সেই আল্লাহর সহিত শিরক করি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যদি তার বিপক্ষে চলি অথবা সকল সুবিধা ভোগ করব তাঁর, আর তাঁর দেয়া আইন ও বিধান দিয়ে ব্যক্তি পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা না করে মানুষের নিজস্ব মনগড়া মতবাদ দিয়ে চলার চেষ্টা করব, খোদাকে অক্ষম (নাউজুবিল্লাহ) মনে করব, এতে তাঁর মনে কি কিছুই হবে না? আপনি নামাজ পড়বেন আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর পথে, রোজা করবেন, যাকাত দিবেন, হজ্ব করবেন তাহাজ্জুদ গুজরাবেন, সৎপথে চলবেন, সুদ খাবেন না, ঘুষ লেনদেন করবেন না, দূর্নীতি করবেন না, হক নষ্ট করবেন না, এভাবে অনেক ভাল আমল করবেন, আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) পথে রাজনীতি, দল, আন্দোলন, বিচার-আচার, দেশ পরিচালনা করবেন না, সমস্ত ন্যায় চালু করবেন না এবং অন্যায় বন্ধ করবেন না; এ রকম সুযোগ কি ইসলামের কোথায় আছে? শিরক যেহেতু সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না, তাহলে ভাল আমল গুলি করার পর কি লাভ হল? ঐ আমল গুলিওতো সব ধ্বংস হয়ে যাবে। যেতে হবে জাহান্নামে। সূরা-আল আন'আম ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, অর্থ ঃ এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তিনি তাকেই এ হেদায়াত দান করেন, (কিন্তু) তারা যদি শেরেক করতো তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যেতো"। সূরা-নেছা ৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ আরোও বলেন, অর্থ ঃ "আল্লাহ শিরককে অবশ্যই মাফ করবেন না। এছাড়া অন্যান্য যত গুনাহই হোক না কেন, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেন"। এভাবে কোরআন ও হাদীসের বহু যায়গায় শিরকের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা আছে।

আমার বিনীত নিবেদন, ভাই ও বোনেরা, আপনারা খোদার অনেক ইবাদত বন্দেগী সুন্দরভাবে করে থাকেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। এ জন্য আল্লাহর দেয়া ওয়াদা অনুসারে অবশ্যই সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবেন কিন্তু তার সাথে শিরক হয় এমন কাজ ও চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থেকে আপনারা তাঁর প্রিয় বান্দাবান্দি হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। শিরক কি কি ভাবে আমাদের

www.pathagar.com

মাঝে আসে এবং কিভাবে শিরক করছি, উপরে আলোচিত ৪ শ্রেণীর শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ভালভাবে পড়ুন ও বুঝুন। জীবন পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করুন।

পূর্বের আলোচনায় আপনি আরোও খেয়াল করে দেখুন, আপনি কি কোন কোন ক্ষেত্রে শিরক করছেন? আপনার জীবনে শিরক আছে কি না? অন্যকেউ বলে দেয়ার চেয়ে আপনি নিজেই নিজের আমলের দিকে তাকান। তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন আর নিজে বুঝতে পারলে অনুভূতি জাগ্রত হবে, অনুতপ্ত হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

(২৮) আমলে সালেহর পরিবেশ তৈরী সরকারের হাতে নির্ভর করে।

যে কোন দেশের সরকার আমলে সালেহের (সৎ আমল) তৈরীর জন্য বড় শক্তি। দেশ কিভাবে চলবে তার যাবতীয় আইন-কানুন সরকার তৈরী করে থাকে। আইন যদি কোরআন সুন্নাহ অনুসারে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে দেশের সকল নাগরিক তা আপনা আপনিই মানতে পারবে এবং মানতে বাধ্য থাকবে। আর যেদি আমলে সালেহ করার মত আইন কানুন দেশে না থাকে তাহলে প্রচলিত আইনকেই মানতে বাধ্য হতে হবে। উক্ত আইনে ঈমানের দাবী পূরনের পক্ষে না বিপক্ষে অথবা আংশিক তা দেখার বিষয় নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু আমল করতে পারলেও দিন রাত্রীর গোটা জীবন আল্লাহর ইবাদতে পরিণত করা সম্ভব হবে না।

(২৯) আমলে সালেহ তৈরী করতে মুসলিম সরকারের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

সূরা হজ্জ এ ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

অর্থ ঃ ইহারা সেই লোক যে, তাদেক আমরা যদি জমিনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, যাবতীয় ভাল কাজের হুকুম দিবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজের নিষেধ দিবে। আর সব বিষয়ে চূড়ান্ত পরিনতি আল্লাহর হাতে। এই চার দফা হুকুম চালু করতে পারলে একট রাষ্ট্র শান্তির রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সূরা বানী ঈসরাইলে ১৪ টি মূলনীতি আছে এছাড়া কোরআন হাদীসে মানুষের ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিধি বিধান সমূহ আছে। যা রাষ্ট্র কর্তৃক চালু করলে আমলে সালেহ ছাড়া মানুষ মন্দ আমল করতে পারবে না।

(৩০) স্রষ্টা কত জন?

মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। এ বিষয়ে কালেমা তায়েবা, সূরা এখলাছ, আয়াতুল কুরসি, ইমরানসহ অনেক সূরায় আল্লাহ তা ঘোষণা করেছেন। একাধিক স্রষ্টা থাকলে আসমান জমিন পরিচালনায় অবশ্যই বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যেত।

www.pathagar.com

(৩১) ধর্ম (দ্বীন) কয়টি? এক না একাধিক? এক স্রষ্টার কয়টি ধর্ম যুক্তি যুক্ত?

আল্লাহ কর্তৃক তাঁর পছন্দমত ধর্ম (দ্বীন) মাত্র একটিই, আর তা হল ইসলাম। পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ধর্মকে বিকৃত করে বহু ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু স্রষ্টা একজন, তিনি হলেন আল্লাহ আর যত মানুষ তারা সকলেই তার বান্দা বান্দী, তাদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্মের প্রয়োজন কেন হবে? এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য একটি ধর্মই (জীবন বিধান) যুক্তি যুক্ত।

(৩২) বহু ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন?

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন আল্লাহর ধর্ম যদি একটিই হয় তাহলে বহু ধর্মের সৃষ্টি হল কিভাবে। এর জবাব আল্লাহ কোরআন পাকে বিভিন্ন যায়গায় দিয়েছেন। আমরা জানি পৃথিবীতে ১,২৪,০০০ বা ২,২৪,০০০ নবী রাসূল আগমণ করেছিলেন। তাঁদের আগমনের কারণ জানলেই বুঝা যাবে বহু ধর্মের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। নবী-রাসূলদের আগমনের কারণ হল মানুষ যখন আল্লাহর দেয়া ধর্ম (দ্বীন) সংস্কার করেছে, কিছু সংযোজন কিছু বিয়োজন করে ধর্মকে বিকৃত করে মনগড়াভাবে তৈরি করেছে, তার পর পরই আল্লাহ নতুন নবী/রাসূলকে পাঠিয়ে আসল ধর্মকে আবার সঠিক অবস্থায় এনে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, মানুষ ইচ্ছ মত নিজেদের ইচ্ছায় আল্লাহর দ্বীনকে খন্ড খন্ড করে বহু দ্বীনের সৃষ্টি করেছেন। সূরাঃ আনআম-১৫৯, ইউনুস-১৯

আল্লাহ আরো বলেন, আমরা যে আয়াত মনসুখ করি কিম্বা ভুলাইয়া দেই উহার স্থানে তাহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষ পেশ করি কিম্বা অন্তত: অনুরূপ জিনিষই এনে দেই, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ সর্ব শক্তিমান? সূরাঃ বাকারা-১০৬

মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গঁলের জন্য নিজেরা বিধিবিধান তৈরী করতে পারে না, সে জ্ঞান ও ক্ষমতা মানুষের নেই। এ জন্য আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে মানুষের তৈরী ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয় করার জন্যই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর আগমণের এটাই প্রধান কারণ। সূরাঃ সফ-৯

(৩৩) ইসলামের সীমা রেখা কতদুর মানবেন? আংশিক মানার কি সুযোগ আছে? আংশিক মানলে ফল কি?

ইসলামের সীমা রেখে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসা করতে চাই আমরা কি আংশিক ভাবে ইসলামকে মানব কিনা? আংশিকভাবে ইসলাম মানা ও না মানার কি কোন সুযোগ আছে? অবশ্যই নাই। হতে পারে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সবকিছু একইভাবে মানতে হবে না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিককে কোরআন সুন্নাহর আলোকেই চালাতে হবে। আল্লাহ বলেন, "আফা তুমিনুনা বিবাজিল কিতাবে ওয়া তাকফুরুনা বিবাজ" সূরা বাকারা-৮৫

অর্থ ঃ তোমরা কিতাবের কিছু কিছু অংশের পর ঈমান আনবে আর কিছু আয়াতের সাথে কুফরী করবে? তোমাদের মাঝে যে এরূপ করবে সে দুনিয়ার

www.pathagar.com

জীবনে আপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে আর পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

(৩৪) মানুষ কি কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর চাইতে বড় হতে পারে?

নাউজোবিল্লাহ। এ কথা চিন্তা করাও কবীরা গুনাহ। কারণ আল্লাহর সঙ্গে মানুষের কোন তুলনাই করা যায় না। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর মানুষ হল সৃষ্টি। সৃষ্টিতো কোন দিন স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারে না। তাই বড় হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

এ কারণেই আল্লাহর নাজিল করা দ্বীন (ধর্ম) এর বিধিবিধান ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন যায়গায় মানুষের তৈরী বিধি বিধান গ্রহণ যোগ্য নয়।

(৩৫) মানুষের কি আইন তৈরীর ক্ষমতা আছে?

এক কথায় ইসলামের মৌলিক বিষয়ে আল্লাহ যেসব বিধিবিধান দিয়েছেন এবং রাসূল (সাঃ) যে প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করেছেন এর বিকল্প কোন আইন কানুন মানুষ তৈরী করতে পারে না। তবে এমন কোন বিষয়ে বা কাজের জন্য যদি কোরআন সুন্নাহ থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষ আইন না থাকে সে সব ক্ষেত্রে বিধিবিধান তৈরী করা যাবে তবে তা যেন ঈমান ও ইনসাফ ভিত্তিক হয় এবং কোরআন সুন্নাহর স্পিরিটের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

(৩৬) রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বের আনুগত্যের সীমা কি?

আমরা রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বের আনুগত্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে আছি। এ বিষয়ে সঠিক শিক্ষা থাকা দরকার।

১ম- আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে উত্তম আদর্শের মাফকাঠি বলেছেন। "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহে উছ্ওয়াতুন হাসানা" সূরা আহযাব-২১

অর্থ ঃ তোমরা একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর মধ্যেই উত্তম আদর্শ খুঁজে পাবে।

২য়- আল্লাহকে ভালবাসতে হলে সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ) কেই আনুগত্য করতে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। সূরাঃ ইমরান-৩১

৩য়- অল্লাহ বলেন, রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা মেনে না নিলে সে মুমিন নয়। সূরাঃ মায়েদা-৬৫

৪র্থ- রাসূল (সাঃ) বলেন, যারা আমার আনিত জীবন ব্যবস্থা ছাড়া অন্যপথ অনুসরন করবে তারা জাহান্নামী।

৫ম- রাসূল (সাঃ) বলেন, যারা আমার আনুগত্য করল তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যারা আমার আনুগত্য করল না তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল না। হাদীসঃ বুখারী মুসলিম।

৬ষ্ঠ- আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের আরোও আনুগত্য কর তোমাদের নেতার। সূরা নেছা-৫৯।

www.pathagar.com

এখানে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর সাথে নেতার আনুগত্য করা আল্লাহ ফরজ করেছেন। তবে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য শর্তহীন আর নেতার আনুগত্য করতে হবে শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ নেতা যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশের নেতৃত্ব দিবেন ততক্ষণই তার আনুগত্য করা যাবে, তার বাইরে নয়।

পৃথিবীতে রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য ছাড়া কারো আনুগত্য করা যাবে না, উত্তম আদর্শের অধিকারী রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কারো কথা আল্লাহ বলেননি। তাই রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কারো আদর্শও গ্রহণ করা যাবে না।

আল্লাহ আরোও বলেন, রাসূল যা এনেছে তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করে তা বর্জন কর। সূরা হাশর-৭

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় রাসূল (সাঃ) এর জীবনে শুধু পরিচিত ও প্রচলিত কয়েকটি ইবাদতের আনুগত্য করলেই চলবেনা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ মানতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল দিকের আনুগত্য করতে হবে। অন্যকোন নেতার আনুগত্য করা যাবে না। ইসলাম ব্যতিত অন্যকোন আদর্শর যেমন আনুগত্য করা যাবে না অনুরূপ অন্যকোন আদর্শের নেতারও আনুগত্য করা যাবে না।

(৩৭) পরকালে রাসূল (সাঃ) ছাড়া কি কোন নেতা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবে?

কোরআন হাদীস অনুসারে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায়, রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কোন নেতা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা। অন্য নেতারা কুফরী করার কারণে নিজেরাই আল্লাহর নিকট জবাব দিয়ে বাঁচতে পারবে না, অন্যর জন্য সুপারিশ করা তো প্রশ্নই উঠে না। তবে আল্লাহ, শহীদ, আমলদার, হাফেজ ও নিস্পাপ সন্তানকে (যারা শৈশবেই মৃত) বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিতে পারেন।

(৩৮) সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে।

আল্লাহ সূরা নজম-২৬ নং আয়াতে বলেন, অর্থ ঃ আসমানেতো কত ফেরেশতা আছে। যাদের সুপারিশও কাজে আসতে পারে না যতক্ষন না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন।

(৩৯) দলবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কি বলেন?

দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন আদর্শই বাস্তবায়ন হয় না। এজন্য নিজের পছন্দের আদর্শ বাস্তবায়নে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হয় এবং আদর্শ বাস্তবায়িত হলে সে অনুসারে জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। ইসলাম যেহেতু একমাত্র শ্রেষ্ঠ্য আদর্শ তাই এর জন্য দলীয় জীবন যাপন একান্ত অপরিহার্য। দল বা পার্টি করা নিয়ে আমাদের মাঝে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে বলে দল করা হারাম, কেউ কেউ

www.pathagar.com

বলে করতে হবে, আবার কিছু সংখ্যক মানুষ মনে করে দল নিরপেক্ষ জীবন যাপনই শ্রেয়, কোন ঝামেলা নেই। অথচ আল্লাহ দল করাকে ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ বলেন, "ওয়া তাছিমু বেহাবলিল্লাহে জামিয়াঁও ওয়ালা তাফাররাকু" সূরা এমরান-১০৩

অর্থঃ (১) তোমরা ইসলামের রজ্জুকে সংঘবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর বিচ্ছিন্ন হইও না।

(২) সূরা- ইমরান-১০৪ (৩) সূরা- আশ শুরা-১৩ (৪) সূরা নেছা-১৭৫ (৫) সূরা সফ- ৪ সহ অনেক জায়গায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

রাসূল (সাঃ) এর অনেক হাদীসে দল সম্পর্কে নির্দেশনা আছে।

অন্যতম একটি হাদীস ঃ হারিসূল আশআরী (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আমকে ৫ টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আমি তোমাদেরকে তাই বলছি- জামায়াত কর, নেতার কথা শুন, নেতার আনুগত্য কর, জিহাদ কর ও হিজরত কর। (আহম্মদ ও তিরমিজী)

যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমানও সরে গেলে, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাধন খুলে ফেলল। যতক্ষণ না সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়মনীতির দিকে লোকদের ডাকবে, সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে, যদিও সে রোজা রাখে নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে। হাদীসে কুদসী (আহম্মদ ও তিরমিজী)

বাস্তব জীবনে আমরা নামাজ, জানাজা, রোজা, হজ্ব, বিবাহশাদী ইত্যাদি দলবদ্ধভাবেই করি।

(৪০) ইসলামী দলের বাইরে কি থাকা যায়? রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়েকেরাম (রা:) এ ক্ষেত্রে কি করেছেন?

আল্লাহ যেহেতু ইসলামী দলে থেকে কাজ করার কথা বলেছেন তাই দলের বাইরে থাকা যায় না। রাসূল (সাঃ) নিজে দলবদ্ধভাবে চেষ্টা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সাহাবী (রা:) গণ সেই দলের সদস্য থেকেই সবকিছু করেছেন তাই দলের বাইরে থাকা যায় না। যে কোন একটি ইসলামী দলে থাকতেই হবে। দলের নাম যাই হোক উদ্যেশ্য লক্ষ্য হতে হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা। ইসলামী আন্দোলনের বাইরে অন্যকোন দল করা যায় না। এমন একজন সাহাবীকেও পাওয়া যাবে না যিনি রাসূল (সাঃ) এর দল, আল জামায়াতের বাইরে ছিলেন।

www.pathagar.com

(৪১) দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কি কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়? ইসলাম কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে?

উত্তর ঃ না, দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন আদর্শই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অতীত, বর্তমানে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই ভবিষ্যতেও সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে একাধিক দল বা পার্টি আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে দলবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে হয় সরকার গঠন করেছে, না হয় বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে। এভাবেই পৃথিবীর সব রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। একক ভাবে কোন আদর্শই কেউ বাস্তবায়ন করতে পারে না। তাই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। ইসলাম যেহেতু মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনিত একমাত্র আদর্শ তাই এই আদর্শকে বাস্ত বায়ন করতে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কিভাবে সম্ভব? এই প্রয়োজনেই তিনি সংঘবদ্ধ হওয়াকে ফরজ করেছেন। আর রাসূল (সঃ) ও সাহাবী (রাঃ– দের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। এই কাজ করার জন্যই আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধির খেতাব দিয়েছেন।

(৪২) রাজনীতি সম্পর্কে বক্তব্য।

মুসলিম সমাজে ইসলামী রাজনীতি নিয়ে আর একটি ভূল ধারণা আছে। এর প্রধান কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রর সকল স্তরে ইসলাম চালু না থাকা, অপরদিকে রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা। আর একটি বড় কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশ খৃষ্টানদের দ্বারা প্রায় দুইশত বছর শাসিত হয়েছে। ফলে ইসলামের তামাদ্দুনিক জীবন একেবারেই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এছাড়া বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলি তাদের ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করায় তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটছে মুসলিম প্রধান দেশেও।

রাজনীতির অর্থ কি?

এর অর্থ ৩ টি :-

(১) নীতির রাজ রাজনীতি।

(২) রাজার নীতি রাজনীতি।

(৩) দেশ পরিচালনার জন্য কোন আদর্শের নীতিমালা যা সরকার তৈরি করে।

(১) নীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ্য নীতি যদি রাজনীতি হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠ্য নীতি তৈরী করতে পারে কে মানুষ না মানুষের স্রষ্টা? এক বাক্যে সবাই বলবে আল্লাহ। তাহলে যুক্ত ছাড়াই বলা যায় ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আল্লাহ যে নীতিমালা দিয়েছেন তাহাই রাজনীতি। এই নীতি নিয়ে কাজ করা আল্লাহর হুকুম আছে। ঈমানদার কেউ এখানে দূরে থাকতে পারে না। ইহা চালু করা ও মানা প্রত্যেকের জন্য ফরজ।

www.pathagar.com

(২) রাজার নীতি যদি রাজনীতি হয় তাহলে রাজার রাজা, রাজাধীরাজ কে? মানুষ না আল্লাহ? সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সকল রাজার রাজা, তাঁর জ্ঞান ও শক্তির কোন তুলনা হয় না। এজন্য তাঁর নীতিই শুধু রাজনীতি হতে পারে।

(৩) দেশের সরকারকে যদি নীতি তৈরীর জন্য প্রধান শক্তি মনেকরি, সেখানেও তো প্রশ্ন আসে সরকারের লোকজন কি আল্লাহর চাইতে উত্তম নীতি তৈরি করে দেশ পরিচালনা করতে পারে? মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি এবং মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করতে পারে? আল্লাহ কি তা গ্রহণ করবেন? অবশ্যই না। দেশ পরিচালনায় আল্লাহ যে নীতিমালা দিয়েছেন তাহাই রাজনীতি।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও রাজনীতি আলাদা নয় একই গাছের দুটি ফল বা শাখা। ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনীতি ছাড়া ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। একদিকে ধর্মীয় বিধিবিধান অন্যদিকে রাজনীতিক বিধিবিধান দিয়েই ইসলাম ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। দেহের সাথে অঙ্গের যেমন সম্পর্ক অনুরূপ ইসলামের সাথে রাজনীতির তেমনি সম্পর্ক। হাদীসের ভাষায় ইহাকে যমজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, আমি বললাম যে, তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। অত:পর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার সেই বিধানকে মেনে চলবে তাদের জন্য কোন চিন্তা ও ভাবনার কারণ থাকবে না। সূরাঃ বাকারা-৩৮

রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্বে বলেন, তোমরা যতদিন আল্লাহর কেতাব ও আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।

ধর্মহীন রাজনীতি ও রাজনীতিবিহীন ধর্ম মানুষের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হওয়ার সুযোগ নেই। বিশদ আলোচনা করলে এর ফলাফল বুঝা যাবে। তাই আমরা বলতে পারি রাজনীতি শুধু আল্লাহর দেয়া নীতিই হতে পারে, মানুষের তৈরী নীতি নয়। রাজনীতিবিহীন ধর্ম মেরুদণ্ডহীন যার শক্তি নেই আর ধর্মহীন রাজনীতি নৈতিকতা বিবর্জিত, ইনসাফের পরিপন্থী খোদার নিকট নিন্দিত।

(৪৩) ইসলামী রাজনীতির বিপক্ষে ও মানুষের তৈরী রাজনীতির পক্ষে কি থাকা যায়?

উপরের আলোচনা থেকে একথা অনস্বীকার্য যে, ঈমানের দাবী পূরণ করতে হলে ইসলামী রাজনীতির বিপক্ষে থাকার সুযোগ নেই। ইসলামের মৌল আইন, যার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হবে, ফলে পরকালীন মুক্তির শুভ সংবাদ ভোগ করা যাবে, তার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের তৈরী বিধিবিধানের পক্ষে যাওয়া মানেই আল্লাহকে দূর্বল জ্ঞানের অধিকারী (নাউজোবিল্লাহ) মনে করে মানুষকে আল্লাহর চেয়ে জ্ঞানী মনে করা। ইহা শিরক্ বড় গুনাহ, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাই ইসলামী রাজনীতির বিপক্ষে ও মানুষের তৈরী রাজনীতির পক্ষে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যিনি সৃষ্টি করেছেন

www.pathagar.com

তিনি কি জানেন না কোন সব বিধিবিধান দিয়ে মানুষের দুনিয়াবী শান্তি, সকল সমস্যার সমাধান ও পরকালীন মুক্তি হবে?

(৪৪) আমি রাজনীতি ও দল করি না- এ কথা কি বলা যায়?

মানুষের তৈরী রাজনীতি করার ক্ষেত্রে বলা যায় আমি রাজনীতি করিনা। আল কোরআনকে স্বীকার করে নিয়ে তার মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিধিবিধান যা অনেকের ভাষায় রাজনীতি, তা যদি করা না হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আলকোরআনকে অস্বীকার করারই নামান্তর, আল্লাহর সাথে কুফরী করা। তাই ইসলামী রাজনীতি করার ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, আমি রাজনীতি করিনা। কারণ ইহা করতে আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য নির্দেশ করেছেন। দল করার ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশ অনুরূপ। এ জন্য দলের বাইরেও থাকা যাবে না। কবরে ও হাশরে বিচারের সময়ে দলের পরিচয় অনুসারেই সব ফায়সালা হবে।

www.pathagar.com

২য় অধ্যায়

(১) দৃষ্টি আকর্ষণ।

১ম অধ্যায় আমি সকল পেশার মুসলিম ভাই বোনদের জন্য ইসলামের কিছু মৌলিক (Basic) বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। যাঁদের উদ্দেশ্যে এই বইটি লিখছি সাধারণভাবে তারা সকলেই ঈমানদার নারী পুরুষ।

পেশার পরিচয় ছাড়াও তাঁদের জীবনে যে আকীদা বিশ্বাস ও ঈমানের প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং ফরজ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে তার কতিপয় বিষয়ের যৎসামান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ঐ সব বিষয়ে যাঁরাই ঐক্যমত পোষণ করবেন এ অধ্যায়ের আলোচনা তাঁদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। আশা করব সে দৃষ্টিকোন থেকে আইন ও বিচার কাজে জড়িত সকলেই নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বান্দী হিসেবে প্রস্তুত করবেন এবং সে অনুসারে পেশার দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন।

যাদের উদ্দেশ্যে এই খোলা চিঠি বই লিখছি প্রথম অধ্যায়ে তাঁদের পরিচয় দিয়েছি। একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল দেশে আইন প্রণয়ন হলেই তা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে বাস্তবায়িত হয়। সেদিক থেকে প্রথমেই আইন প্রণেতাদের নিয়ে আলোচনা করা দরকার, আর আল্লাহও সে বিষয়ে সূরা হজ্ব সহ অন্যান্য সূরায় নির্দেশ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে উহা উল্লেখ করা হয়েছে। আইনের শেষ ফলটা যেহেতু বিচার কাজের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয় এজন্য সকলের আকর্ষণীয় বিষয় হল বিচার ফয়সালা সম্পর্কে আল্লাহ যে নির্দেশনা দিয়েছেন সে দিকটি বিবেচনা করেই বিচার পেশায় জড়িত অন্যান্যদের চেয়ে আগে বিচারপতি ভাই বোনদের উদ্দেশ্যেই আলোচনা করা হচ্ছে।

আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে আইজীবি সহকারী পর্যন্ত সকলেই যদি নিজ নিজ পরিসরে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ মেনে দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাহলে জান্নাতে যাওয়ার যে শুভ সংবাদ আছে তা সকলেই পাওয়ার আশা করতে পারবেন। আইন সঠিক আছে কিন্তু তা প্রয়োগ করতে যদি কেউ কোন স্তরে সৎ আমলের বিকল্প কাজ করেন সেজন্য তাকেই আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে। একজনের জন্য অন্যজন দায়ি হবেন না।

অপরদিকে আইন যদি আল্লাহর না হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে কার কি দায়িত্ব জ্ঞানের চোখ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে তার সমাধান খোঁজ করতে হবে। বিচার ফায়সালা পর্যন্ত শরীয়তের আইনে ফায়সালার জন্য সবাই আল্লাহর নিকট পুরস্কৃত হবেন আর শরীয়তের বাইরে হলে সহযোগীতার জন্য সবাইকে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি আমলই সমষ্টিক আমলের পূর্বশর্ত। সামষ্টিক কোন ফল ব্যক্তি প্রচেষ্টার নির্যাস।

www.pathagar.com

(২) বিচার পেশার মর্যাদা কি? ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কি ও তার গুরুত্ব কেমন?

মানুষের পুনরুত্থানের পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদালতের সামনে এক এক করে সবাইকে দুনিয়াবী জীবনের সব কিছুর জবাব দিতে হবে। মহাশক্তিধর আল্লাহ বিচারপতি হিসেবে বসে দুনিয়ার জীবনে যারা গর্ব অহংকারে আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে তাদের আহ্বান করবেন কোথায় তারা? কারোও ক্ষমতাই হবে না এর মোকাবেলা করার জন্য। ঐ দিক বিবেচনা করে যদি আমাদেরকে দুনিয়ার আদালত ও বিচার কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করা হয় তাহলে এর মর্যাদা ও মূল্য নির্ণয় করা যায়। আল্লাহ তাঁর ভাষায় তাঁর আদালত সম্পর্কে যা বলেছেন সে কথাগুলি অনুধাবন করলেই দুনিয়ার আদালত ও বিচার বিভাগের মর্যদা বুঝা যায়।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইনসাফকারী ন্যায় বিচারক প্রসঙ্গে বলেন, হাশরের ময়দানে বড় ভয়াবহ দিনে সেখানে আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেই কঠিন আবস্থায় আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম হবেন ইনসাফকারী ন্যায় বিচারক।

আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে শুধু তারাই হুকুম চালাবে যারা সুবিচার নীতির অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ধারক ও অনুসারী। সূরা মায়েদা-৯৫

ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কি ও তার গুরুত্ব কেমন?

পুস্তিকার আগে পিছে আলোচনা থেকে বুঝা যায় এর গুরুত্ব কতটা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা কোন শ্রেণীর ইবাদত। সাধারণভাবে কোন দেশে বিচার বিভাগের কতটা গুরুত্ব আছে তা স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই। একটি দেশের শান্তি শৃঙ্খলা, আস্থা, আইনের শাসন ও মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ ভরসা হিসেবে সঠিক বিচার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এরপর আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যদি আল্লাহর রাজত্ব ও শাসন ব্যবস্থার আলোকে চিন্তা করে ন্যায় ইনসাফের (আদল) ভিত্তিকে দেশ পরিচালনা ও হক আদায় করতে চাই তাহলে সে বিচার পেশায় গুরুত্ব ও স্থান কত উর্দ্ধে তা গভীর ভাবে মূল্যায়ন না করলে বুঝা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পেশা একটি উচ্চ পর্য্যায়ের ইবাদত। কোরআন হাদীসের আলোচনাগুলি আন্তরিকভাবে অনুধাবন করতে পারলেই এ পেশায় সঠিক মূল্যায়ন করা যায়। বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে দেশ অশাতলে যায় সে দৃশ্য সামনে রেখে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার অধিক মূল্যায়ন সম্ভব।

দুনিয়ার আদালতের মর্যাদা সম্পর্কে ঃ- (তাফীম হতে)

রাসূল (সাঃ) এর বিচার ফায়সালা অর্থ আল্লাহর ফায়সালা। তার নিজের নয় বরং আল্লাহর ফায়সালারই আহ্বান অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের নামান্তর। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ছাড়া ঈমানের দাবী অর্থহীন। রাসূল (সাঃ) এর পথ ধরে যিনিই ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের পদে আসীন থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী ফায়সালা দেন তার আদালতের সমন হচ্ছে আসলে আল্লাহ ও রাসূলের আদালতের সমন এবং যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরে নেয় সে মূলত তা থেকে নয় বরং আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) থেকে মুখ ফিরে নেয়। রাসূল (সাঃ) এর মুরসাল হাদীস বিষয়টি পরিস্কার করেছে, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের আদালতের বিচারপতিদের মধ্য থেকে কোন বিচারপতির কাছে ডাকা হয় এবং সে হাজির হয় না সে জালেম, তার কোন অধিকার নেই। (আহকামূল কোরআন-জাসসাস, ৩ খন্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা)

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহে আলাইহে হাদিসটি রেওয়ায়াত করেছেন। অন্যকথা ঐ লোক শাস্তি লাভের যোগ্য এবং অন্যায়কারী প্রতিগন্য করে তার বিরুদ্ধে একতরফা রায় দেয়া ন্যায় সংগত।

(৩) আদালতের মর্যদা-আল্লাহর ভাষায়।

(ক) তারা বলবে, হায় আফসোস আমাদের এ কেমন আমলনামা এতো ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি। বরং সবই এতে রয়েছে। তারা যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং আল্লাহ বিচারে কারোও উপর যুলুম করবেন না। সূরা কাহাফ-৪৮, ৪৯।

(খ) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবেনা। সূরাঃ হাক্কা-১৮

(গ) সেদিন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে- নাও তোমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমিতো জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে, সুমহান জান্নাতে। সূরাঃ হাক্কা-২০-২২

এরপর বাম হাতে আমল পাওয়া, জাহান্নাম ও জান্নাত বাসীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা আছে। সূরাঃ হাক্কা-২৩-৩১

(ঘ) কাছাকাছি থেকেও কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। আযাব থেকে মুক্তির বিনিময়ে অপরাধী তার সন্তান সন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং তাকে আশ্রয়দানকারী, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর আপনজনকে এমনকি পৃথিবীর সবকিছু দিতে চাবে। কিছুই গ্রহণ করা হবে না, সব জলন্ত আগুনের লেলিহান শিখায় গোশত, চামড়া ঝলসিয়ে নিঃশেষ করে দিবে। সূরাঃ মা'রিজ-১০-১৬

(ঙ) কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না। আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং ঠিক কথা বলবেন সে ছাড়া কেউ নয়। সূরাঃ নাবা-৩৭-৩৮

(চ) সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে, নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোও কথা তার মনে থাকবে না। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল ও হাসীমুখ ও খুশীতে ডগবগ করবে। কতগুলি ধুলিমলিন, কালিমাখা হবে, এরাই হবে কাফের ও পাপী। সূরাঃ আবাসা-৩৪-৪২

www.pathagar.com

(ছ) ঐ কর্মফল দিনটিতে কারোর জন্য অন্য কারো কিছু করার সাধ্য থাকবে না, ফায়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে। সূরাঃ ইনফিতর-১৮-১৯

(৪) এ পেশার সব কাজই কি ইবাদত?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আমরা ১ম অধ্যায় ইবাদত সম্পর্কে যা আলোচনা করেছি সে শিক্ষাটা সামনে রাখতে হবে। আমরা জানি আমাদের জন্ম আল্লাহর ইবাদতের জন্য, তা করতে হবে গোটা জীবনে এবং জীবনের অংশ ২৪ ঘন্টার জীবনে এর মধ্যে এক মুহূর্ত সময়ও অযথা ব্যয় করার সুযোগ নেই। যে মুহূর্ত অযথা ব্যয় হবে অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে পড়লা না, তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয় হয়ে গেল। ঐ নষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলে তার বিনিময় না ছাড়া হ্যাঁ সূচক বলা যাবে না। পেশার দায়িত্বে যেহেতু জীবনের একটি বড় সময় ব্যয় হয় তাই ঐ সময় ব্যয় আমলে সালেহ না হলে নষ্ট সময় হিসেবে আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে। তাই যার যে পেশা হউক না কেন তাকে অবশ্যই ঐ সময় ব্যয়কে ইবাদত হিসেবে বিবেচিত করতে শরীয়ত মেনে চলতে হবে।

মনে রাখতে হবে কাঁচা মাল (raw materials) থেকে পাকা মাল (finished Product) কারখানায় তৈরী করা এবং তা ভোক্তা পর্যন্ত পৌছে দেয়া পর্যন্ত যারাই জড়িত থাকে তাদের প্রত্যেকের শ্রম, মেধা ও সেবার ফল হিসেবে ভোক্তার ভোগ (consumption) করা সম্ভব হয়। এ থেকে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভোক্তা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যারা যেভাবে যতটুকু দায়িত্ব পালন করুক সকলের সামষ্টিক ফলই হল ভোগের সুযোগ। তাই অংশ গ্রহণের কারণে সকলের বিনিময় (পারিশ্রমিক) পাওয়া ন্যায্য অধিকার।

অনুরূপ, আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে, আইন প্রনেতা, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনজীবি পক্ষে বিপক্ষে, আইনজীবি সহকরী, আদালতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী সকলের অংশ গ্রহণে বিচারের ফলাফল পাওয়া যায়। এজন্য ফল পাওয়া পর্যন্ত যার যে দায় দায়িত্ব সে অনুসারে আল্লাহর নিকট তাদের কাজকর্ম ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে। যদি এখানে কেউ শরীয়ত পরিপন্থী কিছু না করে থাকেন। আর জীবনের এ দীর্ঘ সময় যদি ইবাদত না হয় তাহলে আল্লাহর নিকট জবাব দেয়া অসম্ভব হবে।

(৫) আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক।

ক) সূরাঃ নেছা-৪০ আল্লাহ বলেন, আল্লাহ অনুপরমানুও যুলুম করেন না। আর কোন পুন্যকার্য হলে আল্লাহ তাকে দিগুন করেন এবং তাঁর নিকট থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

খ) সূরাঃ আনআম-৫৭ আল্লাহ বলেন, বলো আমার রবের পক্ষ থেকে আমি একটি উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমরা তাকে মিথ্য বলছ। এখন তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছ সেটি আমার ক্ষমতার আওতাধীন

www.pathagar.com

নয়। ফায়সালার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে, তিনিই সত্য বিবৃত করেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল ফয়সালাকারী।
গ) সূরাঃ ইউনুছ-১০৯ এখানেও আল্লাহ উপরের মতই বক্তব্য দিয়েছেন।
ঘ) সূরাঃ আম্বিয়া-৪৭ আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লাহ স্থাপন করব। যার তিল পরিমানও কোন কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনব এবং হিসাব করার জন্য আমিই যথেষ্ঠ।
ঙ) সূরাঃ সাজদা-২৮-২৯ এ তাঁর বিচার ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করেছেন।
চ) সূরাঃ মুমিন-১৯ এ চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।
ছ) সূরাঃ মুমিন-২০ আল্লাহ বলেন, আল্লাহই বিচার করেন সঠিকভাবে। পরিবর্তে ওরা যাকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্ব্বস্রষ্টা।
জ) তিনিই সর্বোত্তম হুকুমদাতা, বিচারক (সূরা আরাফ-৮৭)
ঝ) সূরাঃ তীন-৮ বলেন, আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ্য বিচারক নন?
আল্লাহ শ্রেষ্ঠ্য বিচারক। উপরে তার কিঞ্চিত পরিচয় তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। এ দুনিয়ায় যাঁরাই এই মহৎ ও মার্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন, আল্লাহর কথা স্মরন করে সে অনুসারে কর্তব্য পালন করলে আল্লাহ অবশ্যই করুনা করবেন ইনশাল্লাহ। এ আলোকে তাদের মর্যদা অনেক উপরে স্থান পাবে।

(৬) আইন তৈরীর অধিকার কার?

আসমান জমিন এবং এর মধ্যে যা আছে সবকিছুর স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ তাই সৃষ্টির ভালমন্দ, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য বিধিবিধান আইন একমাত্র আল্লাহই তৈরী করার অধিকার রাখেন।
আল্লাহ বলেন, (ক) বিধান দাতার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। সূরাঃ ইউসুফ-৪০
(খ) যিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের উপর তাঁরই আইন চলবে। অর্থাৎ সৃষ্টি যার আইন তার। সূরাঃ আরাফ-৫৪
আল্লাহর কথায় মানুষ মানুষের জন্য আইন তৈরী করতে পারে না। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, তাই মানুষের উপর একমাত্র আল্লাহর আইনই চলবে। আল্লাহর পরিবর্তে কারো আইন চালালে তা হবে শিরক, যা কবীরা গুনাহ।
(গ) কেহ ইসলাম ব্যতিত অন্যকোন দ্বীন (আইন কানুন) গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত। সূরাঃ ইমরান-৮৫
(ঘ) যিনি প্রতিফল দিতে পারেন তিনি আইন তৈরী করতে পারেন, এখানে আল্লাহ বিচার শেষে প্রতিফল দেয়ার কথা বলেছেন। সূরাঃ আন আম-১৬০
মানুষের তৈরী আইনের প্রতিফল মানুষ কিঞ্চিত এখানে দিতে পারে কিন্তু মানুষের কি এমন কোন ক্ষমতা আছে আখেরাতে তার প্রতিফল দিতে পারবে?

www.pathagar.com

পরকালে একমাত্র আল্লাহই প্রতিফল দিতে পারেন, আর সে প্রতিফল দিবেন তাঁর আইন মানার উপর, আল্লাহ তো মানুষের চাইতে দূর্বল নয় যে মানুষের আইন তাকে ধার করতে হবে?

(ঙ) সূরাঃ আহযাব-৩৬ এ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিম্বা মু'মিন নারীর ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার থাকবে না, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথ ভ্রষ্ট হবে।

(৭) বিচার সংক্রান্ত আল্লাহর হুকুম।

ক) সূরাঃ বাকারা-৫৩ আল্লাহ বলেন, আর (স্মরন কর) যখন আমি মুসাকে কিতাব এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য বিধানকরী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সোজা পথ প্রাপ্ত হতে পার।

খ) সূরা আম্বিয়া-৪৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন, এবং কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারোও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং যদি তিল পরিমানও হয় তবুও তা আমি উপস্থাপন করব, হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

গ) সূরাঃ লোকমান-৩৩ আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না, আর না সন্তান পিতার কোন কাজে আসবে। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।

(৮) আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার ফায়সালা না করলে তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক।

ক) সূরা মায়েদা-৪৪ (আংশিক) এখানে বলা হয়েছে সমস্ত নবী ছিলেন মুসলিম। তাঁদেরকে আল্লাহর কেতাবের সংরক্ষনকারী ও এর উপর সাক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং বিচার ফায়সালা করতেন। মানুষকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।

খ) সূরাঃ মায়েদা-৪৫ আল্লাহ বলেন, তাওরাতে আমি ইহুদীদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের বদলে সমপর্য্যায়ের বদলা। তারপর যে ব্যক্তি ঐ শাস্তি মাফ করে দেবে তা তার জন্য কাফফারায় পরিণত হবে। আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালেম।

১) শাস্তি ক্ষমা করে দেয়াকে নেকী বলা হয়েছে যা গুনাহের কাফফারা হিসেবে গৃহিত হবে। রাসূল (সাঃ) বলেন, যার শরীরে কোন আঘাত করা হয়েছে এবং

www.pathagar.com

সে তা মাফ করে দিয়েছে, এ ক্ষনে যে পর্য্যায়ের ক্ষমা হবে ঠিক একই পর্য্যায়ের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

গ) সূরাঃ মায়েদা-৪৭ (আংশিক)

আমার নির্দেশ ছিল, ইনজীলে আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন ইনজীল অনুসারীরা যেন সে মোতাবেক বিচার ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এখানে তিনটি পরিচয় দিয়েছেন-

এক- তারা কাফের দুই- তারা জালেম আর তিন- তারা ফাসেক। এর পরিস্কার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বা তাঁর নাযিল করা আইন অমান্য করে নিজের মনমত বা মানুষের তৈরী বিধিবিধান দিয়ে কোন কিছুর ফায়সালা করা বড় ধরনের অপরাধ করা।

প্রথমত: তার এ কাজটি আল্লাহর হুকুম অস্বীকার শামিল। কাজেই এটা কুফরী।

দ্বিতীয়ত: তার একাজটি ইনসাফ ও ভারসাম্যহীন। অথচ আল্লাহ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ী হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহর হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করল তখন সে আল্লাহকে ছোট করল এবং আল্লাহর উপর যুলুম করল। কেন না মানুষের ক্ষমতাই নেই আল্লাহর চাইতে উত্তম ফায়সালাকারী হওয়া।

তৃতীয়ত: বান্দা হওয়া সত্বেও যখনই সে প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করল তখনই সে আসলে বন্দিগী ও আনুগত্যের গন্ডীর বাইরে পা রাখলো। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসেকী।

(৯) আল্লাহর ফায়সালায় বিচার করলে তার সুফল।

সূরাঃ নূর-৫১-৫২ আল্লাহ বলেন, মুমিনদের কাজই হচ্ছে যখন তাদেরকে আল্লাহ-রাসূলের দিকে ডাকা হয় যাতে রাসূল তাদের মোকান্দমার ফায়সালা করেন তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও মানলাম এরা সফলকাম।

এরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্য হতে সাবধান থাকে বলেই সফলকাম।

(১০) বিচার ফায়সালায় আল্লাহর আনুগত্য না করার কুফল।

(১) সূরাঃ নেছা-১৩৬ এখানে আল্লাহ ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং রাসূলের উপর নাজিল করা কেতাব (আইনকানুন সহ) অন্যান্য নবী রাসূল ও নাজিল করা কেতাব ও ফেরেশতাদের উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে তারা পথ ভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে যাবে। বুঝা গেল আল্লাহর বিধানকে পাশ কেটে যাওয়ার সুযোগ নেই।

(২) সূরাঃ নূর-৪৮-৫০ আল্লাহ বলেন, যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে, যাতে রাসূল তাদের পরস্পরে মোকদ্দমার ফয়সালা করে দেন।

www.pathagar.com

তখন তাদের মধ্যেকার এক দল পাশ কাটিয়ে যায়। তবে যদি সত্য তাদের অনুকূলে থাকে তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রাসূলের কাছে আসে। তাদের মনে কি (মোনাফিকীর) রোগ আছে? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা ভয় করছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? আসলে তারা নিজেরাই যালেম।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

(১) আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে বিচার ফায়সালা থেকে মুখ ফিরে নেয়া অর্থ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) দিক থেকে মুখ ফিরে নেয়া।

(২) শরীয়তের লাভজনক কথা মেনে নিয়ে অন্য ক্ষেত্রে মানুষের ফায়সালা মান্য করা অর্থ সে মুমিন নয় বরং মোনাফিক। আল্লাহর নিকট এ ধরনের ঈমানের মূল্য নেই।

(৩) উপরোক্ত বৈশিষ্টের মানুষের জন্য ৩ টি কথা-

ক) মোনাফিকী চরিত্রের মানুষ সুবিধা লাভ ও ধোকা দেয়ার জন্য ইসলামী সমাজে ঢুকেছে।

খ) মনে সন্দেহ, রাসূল (সাঃ) আল্লাহর রাসূল কিনা, কোরআন আল্লাহর কিতাব কি না, কিয়ামত সত্যই অনুষ্ঠিত হবে কি না? এমন সন্দেহ থাকে।

গ) আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কে মেনে নেবার পর মনে সন্দেহ থাকে তাঁদের পক্ষ থেকে যুলুমের আশংকা, প্রকৃতপক্ষে এরা যালেম হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ হাসিল করতে থাকে। এরা দাগাবাজ, বিশ্বাস ঘাতক, খেয়ানতকরী ও জালিয়াত।

সূরাঃ মায়দা-৫০ এখানে আল্লাহ তাঁর নাজিল করা আইন অনুসারে যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতে বলেছেন এবং কারোও খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনুসরণ করলে ফেতনায় পড়তে হবে, আল্লাহ বিপদে ফেলবেন এবং তাদেরকে ফাসেক বলেছেন ও অনুসরণকে জাহিলিয়াতের ফায়সালা বলেছেন।

সূরাঃ আনআম-১৫২-৫৩ এখানে (ক) ইয়াতিমদের প্রতি ও ওজনের ক্ষেত্রে ইনসাফের কথা বলেছেন।

(খ) যখন কথা বল ন্যায্য ও সত্য কথা বলো চাই তা তোমার আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারেই হোক না কেন।

(গ) আল্লাহর পথ ছাড়া অন্য পথে না চলতে বলেছেন, অন্যথায় বাঁকা পথ থেকে বাঁচা যাবে না, সোজা পথ থেকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে।

(১১) এ থেকে বাঁচার উপায় কি?

যাদের উদ্দেশ্য এ খোলা চিঠি বই লেখা হচ্ছে সে সমস্ত ঈমানদার মুসলিম ভাই বোনদের গুরুত্ব সহ এই অংশটুকু নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে অনুরোধ করা হলো।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত কুফরী, জুলুম ও ফাসেকী তার নিজের ধরণ ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরাপুরি আল্লাহর হুকুম অমান্যরই বাস্তব রূপ। যেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবে না এটা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার যেমন পর্য্যায়ভেধ আছে, তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে।

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্যকোন মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুম বিরোধী ফয়সালা করে সে পুরাপুরি কাফের, জালেম ও ফাসেক।

(২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কিন্ত কার্যত তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে ইসলামী মিল্লাত বর্হিভূত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফরী, জুলুম ও ফাসেকীর সাথে মিশিয়ে ফেলেছে।

(৩) অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফের জালেম ও ফাসেক।

(৪) আর যে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী, জুলুম ও ফাসেকীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যেহারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে এক সাথে মিশিয়ে রেখেছে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় আমাদের চিন্তা বিশ্বাস ও কর্মের পার্থক্য থাকায় পরিচয়ে পার্থক্য থাকছে। পার্থক্য যাই থাক তারপরও নিজেদের কুফরী, জুলুম ও ফাসেকী থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া যাবে না। তাহলে আমরা যারা মুসলিম হিসেবে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা বান্দী হয়ে বাঁচতে চাই, মরতে চাই ও আল্লাহর দরবারে হাজির হাতে চাই তাদের করণীয় কি?

প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিন্তা করার অনুরোধ করব। কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরবর্তী সূচীতে উল্লেখ করেছি। (দেশে প্রচলিত আইনে করনীয়)।

(১২) বিচারে পক্ষ পাতিত্ব নয়।

ক) সূরাঃ মায়েদা-৮ এ আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ। সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজনা না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা কর। এটা আল্লাহভীতির সাথে বেশ সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত আছেন।

খ) এবং তোমাদের মধ্যে আদল সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আস শুরা-১৫

www.pathagar.com

গ) সূরাঃ নেছা-১৩৫ এ আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ। তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ। যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে যাও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্পর্কে খবর রাখেন।

ঘ) হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত :- বড় হাদীসের শেষ অংশ-অভিজাত বংশের স্ত্রী লোকের চুরির বিচার সংক্রান্ত হাদীস-

অভিজাত বংশ ও দূর্বল লোকের অপরাধের বিচারে পক্ষপাত সম্পর্কে রাসূল (ষাঃ) বলেন, পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি (কিম্বা অনুরূপ কোন অপরাধ) করত তখন তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু যখন কোন দূর্বল বা নীচু বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোন অপরাধ করত তার উপর জগদ্দল শাসন ভার চাপিয়ে দিত। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সব সময় নিরপেক্ষ ইনসাফ কর আল্লাহর নামে শপথ, আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে জেনে রেখো কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে আমি তারও হাত কেটে দেব, তাতে সন্দেহ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

(১৩) বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ক) সূরাঃ নেছা-৫৮ আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পন করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় পরায়নতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

খ) সূরাঃ নেছা-১০৫ এ আল্লাহ বলেন, আমি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মিমাংসা কর এবং বিশ্বাসভঙ্গ কারীদের সমর্থনে তর্ক করবে না।

গ) সূরাঃ আরাফ-২৯ এ আল্লাহ বলেন, হে মুহম্মদ তাদেরকে বল আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম তো হচ্ছে প্রত্যেক ইবাদতে নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখা এবং নিজের দ্বীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে তাঁকে ডাকো।

ঘ) তোমরা দুস্প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সূরা নিসা-১৩৫

ঙ) সূরা আরাফ-১৮১ তে আল্লাহ বলেন, আমার সৃষ্টির মধ্যে একটি দল এমনও আছে যে, যথার্থ সত্য অনুযায়ী পথ নির্দেশ দেয় এবং সত্য অনুযায়ী বিচার করে।

www.pathagar.com

চ) সূরা নহল-৯০ এ আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ন্যায়নীতি, সদাচারণ ও আত্মীয় স্বজনদেরকে দানের নির্দেশ দেন, এবং অশ্লীলতা নির্লজ্জতা ও দুস্কৃতি এবং অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারো।

ছ) সূরাঃ মায়েদা-৪৮ এ আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে বলেছেন, তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের মধ্যে থেকে তাঁর সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী ও তার সংরক্ষক। কাজেই তুমি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা করো। এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরে নিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।

জ) সূরাঃ হাদীদ-২৫ এ আল্লাহ বলেন, আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ এবং হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নোটঃ মিযান অর্থ হক ও বাতিলের মান দণ্ড যা দাঁড়িপাল্লার মতই সঠিকভাবে ওজন করে। বিভিন্ন চরমপন্থার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কোনটি মিযান তাই বলে দিবে।

ঝ) হযরত রাসূল করীম (সাঃ) একদা হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, হে আলী দুই পক্ষ যখন তোমার নিকট বিচারের জন্য উপবিষ্ট হবে, তখন এক পক্ষের কথা যেমন শুনেছ, অনুরূপভাবে অপরপক্ষের কথাও না শুনে তুমি উভয়ের মধ্যে ফায়সালার কোন রায় প্রকাশ করবে না। এরূপ নিয়ম তুমি পালন করলে তবে তোমার দ্বারা সুষ্ঠ বিচার নীতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হবে। (আবু দাউদ, তীরমিযী)

ঞ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, (বিচারের সময় বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

অন্যকথায় মিযান নাজিল করা অর্থ দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায় বিচার সংক্রান্ত বিধানাবলী নাযিল করা- রুহুল মা'আনী মাযহারী।

(১৪) অমুসলিম ও আহলে কিতাবীদের জন্য বিচার।

সূরাঃ মায়দা-৪২ এ আল্লাহ বলেন, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট পুরাপুরি স্বীকৃতি না দিয়ে বিচার প্রার্থনা করলে তাদের কেতাবের ধর্মীয় আইন দিয়ে স্বপদের বিচারক দিয়ে ইনসাফ করে বিচার করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রজা হলে রাষ্ট্রীয় আইনেই ইনসাফ সহ তাদের বিচার হবে।

নোটঃ আহলে কিতাবীদের মূল বই এ আল্লাহরই আইন ছিল। পরে বিকৃত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রজা হলে সকল মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর আইন ইনসাফপূর্ণ পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

(১৫) বিচার ফায়সালায় রাসূল (সাঃ) এর মর্যদা।

রাসূল (সাঃ) এর বিচার ফায়সালা মেনে না নিলে সে মুমিন নয়।

এ বিষয়ে আল্লাহ সূরাঃ মায়েদা-৬৫ তে বলেন, তোমার প্রতিপালকের শপথ, কিন্তু না, তারা কশ্মিনকালেও মমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিস্মবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অত:পর তোমার করে দেয়া ফায়সালায় তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বন্ত ঃকরণে উহা মেনে না লয়।

নোটঃ সংক্ষিপ্ত ঘটনা একজন মুসলমান ও অমুসলিমের বিচার করার পর রায় অমুসলিমের পক্ষে যায়। অতঃপর ঐ মুসলিম ছানি বিচারের জন্য হযরত ওমর ফারুক (রা:) নিকট বিচার প্রার্থী হলে তিনি তাকে শীরচ্ছেদ করেন। কারণ রাসূলের বিচার ঐ মুসলিম মেনে না নিয়ে তাঁর নিকট গিয়েছিলেন, এতে ঐ মুসলিম মুমিনের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল। আল্লাহ এটাকে কবুল করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

রাসূল (সাঃ) নবী জীবনে যা করেছেন তা আল্লাহর নির্দেশনার বাইরে নয়। এ জন্য তাঁর ফায়সালা মান্যকরা ঈমানের দাবী।

(১৬) বিচারক ও বিচার সংক্রান্ত রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা ও তিন শ্রেণীর বিচারক।

ক) বিচারকের নিরপেক্ষতা ও সুবিচারের উপর আখেরাতে নাজাত নির্ভর করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেন, বিচারক রয়েছে তিন প্রকার। তন্মধ্যে একজন মাত্র জান্নাতে যেতে পারবে। আর অপর দুইজন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে।

১. যে জান্নাতে যাবে সে এমন ব্যক্তি যে সত্যকে জানতে পেরেছে; অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেছে।

২. আর যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও যুলুম করেছে সে জাহান্নামে যাবে।

৩. আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাসত্বেও জনগণের জন্য বিচার ফায়সালা করেছে, সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউ ও ইবনে মাজাহ)।

খ) আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ ও রাসূলের এবং শাসকের।

১. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল বস্তত: সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল প্রকৃতপক্ষে সে আমারই নাফরমানী করল। (বুখারী-মুসলিম)

(শাসক অর্থ শরীয়তের অনুসারী নেতা) আইন ও বিচার কাজেও প্রত্যেককে পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে, যা ফরয।

২. প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী)

www.pathagar.com

(১৭) যে ব্যক্তি হেকমতের সাথে বিচার ফায়সালা করে তার প্রতিদান।

ক) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, দুটি বিষয় ব্যতিরেখে হিংসা করতে নেই।

১. এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রচুর ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং তা থেকে সৎপথে ব্যয় করার তৌফিক দিয়েছেন।

২. আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ যাকে হেকমত দান করেছেন। অতঃপর সে তার সাহায্যে বিচার ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়। (বুখারী)

খ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এই মর্মে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অত:পর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে তুমিও তার প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি মেহেরবাণী করে, তুমিও তার উপর মেহেরবান হও। (মুসলিম)

গ) রাসূল (সাঃ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (তার শাসকের নির্দেশ) শ্রবন করা, আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য। সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিম্বা অপছন্দ, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি (আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর) নাফরমানীর হুকুম দেয়া হয় তখন তা শ্রবন করা ও আনুগত্য করার আবশ্যকতা নেই। (বুখারী)

(১৮) শাসকদের জন্য।

রাসূল (সাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অত:পর সে যালেম ও খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

এই খেয়ানতকারী অর্থঃ আল্লাহ যে বিধিবিধান সম্বলিত হেদায়েতের পথ হিসেবে কোরআন নাজিল করেছেন তার যথাযথ অনুসরণ না করে বিকল্প সমাধান মান্য করা।

(১৯) হাকিম বা বিচারক রাগন্বিত অবস্থায় বিচার কিম্বা রায় করতে পারেন কি?

রাসূল (সাঃ) বলেন, কোন বিচারক যেন রাগন্বিত অবস্থায় দুজনের মাঝে বিচার ফায়সালা না করে।

(২০) মানুষ কখন বিচারকের উপযুক্ত হয়?

আল্লাহ তায়ালা বিচারকদের নিকট থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াত সমূহকে (ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রিয় না করেন।

আল্লাহ বলেন, হে দাউদ আমি তোমাকে যমিনে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি, সুতরাং মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। কেন না প্রবৃত্তির অনুসরণ তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। অবশ্য যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে তাদের জন্য পরকালে কঠিন

www.pathagar.com

শাস্তি রয়েছে, যেহেতু তারা হিসাবের দিনের কথা ভূলে গিয়েছিল। সূরাঃ সোয়াদ-২৬

বিচারকের ৫ টি গুন।

ইবনে যুফর বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীজ আমাদেরকে বলেছেন বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুন বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যদি তার মধ্যে একটি গুন বা বৈশিষ্ট্য কম হয় তবে তার মধ্যে একটি ক্রটি আছে বলে গণ্য করতে হবে। আর ৫ টি গুন হলোঃ (১) তাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান (২) সহনশীল বা ধৈর্য্যশীল (৩) সৎ (৪) কঠোর বা দৃঢ় সংকল্প এবং (৫) আলেম বা শিক্ষিত জ্ঞান অন্বেষণকারী হতে হবে।

(২১) বাদী-বিবাদী/আসামী ফরিয়াদীর কোন পক্ষ সাক্ষ্য ও দলিল প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যর চেয়ে পটু হলে কার কি করণীয়?

উম্মে সালমা (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন রাসূল (সা:) বলেছেন, আমি তো একজন মানুষ। তোমরা বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আমার নিকট আগমণ করো। আর সম্ভবত: তোমাদের কেউ কেউ দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের চাইতে পটু। সুতরাং আমি যা (ঘটনার উপস্থাপনার সময়) শ্রবন করি সে মোতাবেক বিচার ফায়সালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশত:) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি সে যেন উহা গ্রহণ না করে। কেন না আমি তাকে কেবলমাত্র এক টুকরা অগ্নি কেটে প্রদান করি। (বুখারী)

অন্য হাদীসে বলেছেন, যা প্রদান করি দোযখের এক টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুন অথবা বর্জন করুক। গ্রহণ না করা ঈমানের দাবী। কারণ বিচারকের রায় হারামকে হালাল, হালালকে হারাম করতে পারে না। (বুখারী)

(২২) সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে।

সূরাঃ যুমার-৪৪ বলা আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শ্রেষ্ঠতম বিচারক।

শেষ বিচারের দিন আল্লাহই একমাত্র বিচারক। মানুষের কৃতকর্মের ভিত্তিতে বিচার করে ফল দিবেন। কোন মিথ্য সাক্ষ্য সেখানে থাকবে না। কারোও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে আল্লাহ দয়া করে তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) কে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। এবং কতিপয় নেক বান্দাদের তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সুপারিশ করার সুযোগ দিতে পারেন।

আল্লাহ ন্যায় বিচারক এবং ইনসাফকারী। তিনি চান দুনিয়ায় যারা বিচারের আসনে তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্ব পাবেন তাঁরা যেন ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক বিচার করেন। সূরাঃ নেছা-৫৮ আয়াতে ও হাদীদ-২৫ নং আয়াতে নির্দেশ করেছেন।

(২৩) ন্যায় বিচারক ও শাসক আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।

রাসূল (সাঃ) বলেন, হাশরের ময়দানে ভয়াবহ দিনে সেখানে আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা, সেই কঠিন অবস্থায় আরশের ছায়ায় আশ্রয়

www.pathagar.com

প্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম হবেন ন্যায় ইনসাফকারী বিচারক ও শাসক। (বুখারী-মুসলিম) এ ধরনে বিচারকের বিচারকাজ আল্লাহর ইবাদত হওয়ার কারণে আখেরাতে নাজাতের কারণ হবে।

উল্লেখ্য, যারা ঈমান আনেনি এবং কোরআন সুন্নাহর আইন মানে না তাদের কথা আলাদা।

আল্লাহ মানব জাতির জন্য দুনিয়ায় শান্তি লাভ ও আখেরাতে মুক্তির জন্য পৃথিবীতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্র অপরাধমুক্ত রাখা ও তাঁরআনুগত্য করার অনুকুল পরিবেশ রাখার জন্য নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা অল্লাহর হক আর অপরাধ বন্দের জন্য হদ অর্থাৎ দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান আল্লাহর হক। আল্লাহর হক লঙ্ঘন করার অধিকার কোন ব্যক্তি বা সমাজ রহিত করতে বা কাউকে অভ্যাহতি দিতে পারে না এমন কি বিকল্প হিসেবে মানুষের মনগড়া ফায়সালা উৎকৃষ্ট বলে গ্রহণও করতে পারে না।

(২৪) ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষী নির্ভর।

১. নিজের জানা তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়।

২. সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার হবে।

৩. সত্য সাক্ষ্য গোপন করা যাবে না মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও বড় অপরাধ।

৪. পক্ষে রায় পাওয়ার জন্য মিথ্য সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কাউকে অনুপ্রাণিত করা এবং বাধ্য করাও বড় অপরাধ।

এজন্য রাসূল (সাঃ) সতর্ক করে বলেন, তোমরা কেউ তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমার কাছে মিথ্যা নালিশ নিয়ে এসো না আমি তোমাদের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দিয়ে থাকি।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো মানুষ তার দুচোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দুচোখ দেখেনি। (সঃ বুখারী)

মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে তিনি শিরকের সমতুল্য বড়গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যা সাক্ষ্যদানে উদ্বুদ্ধ করে এবং জেনে বুঝে এর পক্ষাবলম্বন করে এরা সবাই মুশরিক ও জালেম এবং দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনেই তাদের ঠিকানা। এ জন্য ইসলাম সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষীর সততা ও ন্যায়পরায়নতার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

(২৫) শাস্তিদানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করে অথবা

২. দুই জন ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি যদি কারো বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদান করে।

তবে ব্যভিচারের অভিযোগ আনতে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন যারা স্বচক্ষে দেখেছে। সাক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি হলো কারো সম্মুখে কোন

www.pathagar.com

অপরাধ সংঘঠিত হলে সে সওয়াবের আশায় তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। আর যদি সে নিরবতা অবলম্বন করে তবে বুঝতে হবে সে তার ভাইয়ের দোষ লুকিয়ে রাখতে চায়। তাতেও সে সওয়াব পাবে।

ইসলাম কাউকে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করে না। রিমান্ড নিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তি প্রদানের তো প্রশ্নই উঠে না।

এমন কি ব্যভিচারের মতো অপরাধ, যেখানে দুইজনের সংশ্লিষ্টতা থাকে, সেখানেও একজন স্বীকার অপরজন্য অস্বীকার করতে পারে। অস্বীকারকারীর ওপর জোর জুলুম করার কোন সুযোগ নেই।

এ প্রসঙ্গেঁা আহমদ ও আবু দাউদ সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর নিকট এলো এবং এক মহিলার নামোল্লেখ করে তার সাথে ব্যভিচার করেছে বলে জানাল। তৎক্ষনাৎ রাসূল (সাঃ) দূত পাঠিয়ে ঐ মহিলাকে ডেকে আনলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে অস্বীকার করলো রাসূল (সাঃ) মহিলাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুরুষটির উপর হদ কার্যকর করলেন। এটা তার স্বীকাররোক্তির ভিত্তিতে ব্যভিচারের শাস্তি।

(২৬) ইসলামের বিচারে তাড়াহুড়া নেই এবং সন্দেহাতীত প্রমাণ না হলে দণ্ড কার্যকর করা যায় না।

এ প্রসঙ্গেঁ আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস- মুসলমানদের উপর থেকে শাস্তি যতটা পার রহিত করো। তাকে অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ থাকলে অব্যাহতি দাও। কেন না শাসকের জন্য ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুলক্রমে মাফ করা উত্তম। রাষ্ট্র বা সরকারের মৌলিক কাজ জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালন করার জন্য যিনি মানুষ সহ আসমান যমিনের মালিক, তাঁর দেয়া বিধিবিধান অনুসরণ করে সবকিছু ফয়সালা করার ব্যবস্থা করা। মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও মেধা প্রসুত চিন্তা চেতনা ও আইন কানুন দিয়ে তা সম্ভব নয়। যদি সম্ভবই হয় তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর এটাই শিরকের বড় দরজা। মুসলিম বিশ্ব আজ কোরান সুন্নাহর ফায়সালা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করাই দূর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রসঙ্গেঁ আল্লাহ বলেন, সূরা বাকারা-৮৫ পূর্বেই বলা হয়েছে।

আখেরাতে জবাবদিহীতার ভয় না থাকায় মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহর সাথে পাল্লা দিচ্ছে। ইসলামী সমাজে সকল মানুষই অপরাধ থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করে চলার জন্য সদা মর্যাদা সচেষ্ট থাকবে। মানুষের হক যাতে নষ্ট না হয় সে দিক খেয়াল রেখে নিজে সংযত থাকার চেষ্টা করবে। সরকার শরীয়তি রাষ্ট্রীয় অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাবতীয় খারাপ ও মন্দ কাজ বন্ধ করে ভাল কাজ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পথ উম্মুক্ত করে মানুষকে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। সুদ ঘুষ, মদ জুয়া, মারামারি খুনাখুনী,

www.pathagar.com

হানাহানি, সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা ওজনে কম বেশী হক নষ্ট, চাঁদাবাজি, সম্পদ দখল অপসংস্কৃতি তথা নাচাগান উলঙ্গপনা, সাহিত্য সাংস্কৃতি ইত্যাদি নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অপহরণ, ধর্ষণ, গুম, যিনা ব্যভিচারী, ইয়াতিমের হক নষ্ট, পিতা মাতার নাফরমানী, তাদের কষ্ট দেয়া, আত্মীয়দের হক নষ্ট করা, প্রতারণা শঠতা ধোকাবাজি, হারাম ও অবৈধ উপার্জন ইত্যাদির ক্ষতি ও শাস্তি সম্পর্কে সরকারের ভূমিকা ও পরকালীন শাস্তির ভীতি মানুষকে আল্লাহমুখী করবে। অপরপক্ষে ভাল কাজের অভ্যাস ও পরিবেশ মানুষকে অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হতে পারবে। ফলে পৃথিবীতে শান্তির বন্যা বয়ে যাবে এবং আখেরাতে মুক্তির পথ পাবে। এর পরও শয়তানি ওয়াছওয়াছায় কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তার সঠিক বিচার কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হলে মানুষ ভীত হয়ে পড়বে। আল্লাহর দেয়া দণ্ড দানের আইন মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, বরং মানুষ যেন শাস্তির ভয়ে অপরাধ না করে সেটাই প্রধান কারণ। যেমন যিনা ও চুরি করার শাস্তি প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে কার্যকর হলে শাস্তির ভয়ে কেউ আর তা করতে চাবে না।

তাই আল্লাহ মুসলিম সরকার সম্পর্কে বলেন, সূরাঃ হজ্জ্ব-৪১ বানী ইসরাঈল সহ পূর্বে বলা হয়েছে।

(২৭) মৌলিক আইন তৈরী করার ক্ষমতা কি মানুষের আছে?

কুরআন সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি হওয়ার কারণে স্রষ্টা যা জানেন সৃষ্টি তা জানে না। কিসে ভাল কিসে মন্দ একমাত্র স্রষ্টাই সেটা ভাল বুঝতে পারেন, মানুষ নয়। এ জন্য মৌলিক বিধিবিধান ও আইন কানুন একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করতে পারেন। মানুষের জন্মগত দূর্বলতার কারণে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা কোন ভাবেই তা তৈরী করতে পারে না। আইন তৈরীর ইখতিয়ার পূর্বে আলোচনা করা আছে। সূরাঃ ইউসুফ-৪০, আম্বিয়া-৫৪

(২৮) মানুষ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আইন তৈরী করতে পারে?

আইন তৈরীতে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে ১ম কথা হল যে বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য আইন খোঁজ করা হচ্ছে তা যদি সরাসরি কুরআন সুন্নায় না থাকে তাহলে আইন তৈরী করতে পারবে। তবে তা যেন কুরআন সুন্নাহর আদলে হয় অর্থাৎ যাতে ইনসাফের পরিপন্থী না হয় অথবা কুরআন সুন্নাহর হেদায়াতের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। ইযমা কিয়াসের পথ এখানে অনুসরনীয়।

(২৯) দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হতে পারে?

বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে অমুসলিম প্রধান ও মুসলিম প্রধান দেশে যারা ঈমনের দাবী পূরণে পেরেশান, তাদেরকে খোদার নিকট জবাবদিহীতা থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই বুদ্ধি ও হেকমত অবলম্বন করা প্রয়োজন। অমুসলিম রাষ্ট্রে অনেকটাই

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে শরীয়তের আইন চালু না থাকলেও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ অনেকটাই অনুকুলে থাকে। কারণ নাগরিকতা মুসলিম হওয়ার কারণে কোরআন সুন্নাহর রেফারেন্স দিয়ে কথা বলে অনেকের বিভ্রান্তি সংশোধন করার সুযোগ থাকে। জনসাধারণের ক্ষেত্রে এ ভূমিকা রাখা কঠিন, তবে যারা সরকারী চাকুরী করে তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান বড় বাঁধা। দুঃখের বিষয় সরকারী চাকুরী করেও অনেকে যে কোন আদর্শের দল সমর্থন করতে পারে ও সুযোগ মত প্রকাশ্য ভূমিকাও রাখতে পারে, কিন্তু জন্মসূত্রে যারা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃত অনুসারী হতে চান শুধু তাদেরই সেই ইসলামী তামাদ্দুনিক জীবনের পক্ষে কোন কিছু করার সুযোগ থাকে না। তাই মহান মা'বুদের চাকর হিসেবে যাতে আখেরাতে জবাবদিহী হতে দুনিয়ার চাকুরী বাধা না হয় সে দিক খেয়াল রেখে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

অতঃপর করণীয় ঃ-

ক) মনে মনে খোদাভীতি রেখ প্রচলিত আইনের আনুগত্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সব আইন ঈমান ও আকীদা অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী তা মনে মনে ঘৃনা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানতে হবে। তবে প্রচলিত আইনটি যদি মানতে বাধ্য হতে না হয়; তাহলে উহা পরিত্যাগ করে চলার চেষ্টা করতে হবে অথবা বিকল্প পথ খোঁজ করে বাঁচতে হবে। যেমন: সূদী লেনদেন থেকে দূরে থেকে অন্য পন্থায় চাহিদা পূরণ করতে হবে। উল্লেখ্য আইন মানা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়, সততা ও যোগ্যতার যেন কোন ঘটতি না হয় এবং মৌলিক মানবিক দূর্বলতা ও অসৎ গুনাবলী যেন গ্রাস না করে।

খ) দেশে গনতন্ত্র থাকলে প্রচলিত আইনের আনুগত্যের মাধ্যমে তা সংস্কার করে কোরআন সুন্নাহর আইন চালুর চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় পরিবেশ অনুসারে কাজ করতে হবে।

গ) এ জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের মনমগজ পরিশুদ্ধ করে ইসলামের অনুকুলে জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

ঘ) জনমত সৃষ্টির কাজটি একাকী করা সম্ভব নয় বিধায় আল্লাহ যে দলবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদেক সে পথ অনসরণ করতে হবে। সূরাঃ ইমরান-১০৩।

ঙ) নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে (রা:) রা যেভাবে আল্লাহর উক্ত নির্দেশ অনুসারে কাজ করেছেন, আমাদেরকেও সে ভাবেই কাজ করতে হবে। শরীয়তে এ কাজকে ফরজ বলা হয়েছে।

চ) কোরআন সুন্নাহ তথা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার কাজকে আল্লাহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অথাৎ ইসলামী আন্দোলন বলেছেন। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহ জান মাল দিয়ে একাজ করাকে ফরজ করেছেন। এ জন্য আমরা যারা যেখানেই থাকিনা কেন এবং যে কোন পেশায় কাজ করি না

www.pathagar.com

কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গোলাম (চাকর) ও প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই ঐ কাজ করতে হবে। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ছ) সরকারের প্রজা ও চাকর হিসেবে আনুগত্যের মাধ্যমে কৌশলে আপনাকে, আমাকে ইসলাম জানা মানা ও প্রতিষ্ঠার কাজ করতেই হবে। দুনিয়ার চাকুরীর কারণে যদি আল্লাহর চাকর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে শেষ বিচারের দিন তাঁর চাকুরী (গোলামী/ইবাদত) করার জবাব কিভাবে দেয়া যাবে? তা ভাবতে হবে।

জ) দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করতে না পারলেও আমি ঐ কাজের জন্য ক্ষমতা অনুসারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি অন্তত: এ অসিলায় আল্লাহ যেন আমাদের ক্ষমা করতে পারেন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে দেয়া ফরজ নয়, ফরজ হল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল কোরআনে ইহাকেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে সংগ্রাম বা ইসলামী আন্দোলন করা বুঝায়। শরীয়তে ইহা ফরজ।

(৩০) দেশ শাসনে দলীয় আদর্শের জনশক্তি প্রয়োজন।

পৃথিবীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তা থেকে দেখা যায়, যে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ঐ আদর্শের অনুসারী জনশক্তি একান্ত আবশ্যক। জনশক্তির সহযোগিতা ছাড়া যত ভাল আদর্শই হোক তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ কারণে সমাজ বিপ্লবের জন্য কয়েকটি উপাদান সামনে রেখেই সমাজ সংস্কার করা তাদের আদর্শিক বিপ্লব সফল করেছেন। উপাদানগুলি হল- (১) নেতৃত্ব (২) আদর্শ (৩) কর্মনীতি ও কর্মসূচী (৪) কর্মীবাহিনী (জনশক্তি) (৫) জন সমর্থন ও (৬) অর্থ সম্পদ ব্যয়।

দেশে সংবিধান চালু করতে যেমন জনগণের মতামতের প্রয়োজন হয়, তেমনি সংবিধান অনুসারে জনগণের নিকট সুফল পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রের সকলস্তরে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একান্ত আনুগত্যশীল হয়ে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। এখানে সত্য, সততা, ন্যায় নিরপেক্ষতা, দূর্নীতিমুক্ত ও কর্মক্ষমতা যদিও আলাদা বিচার্য বিষয়। দোষ গুণ যাই থাকুক, যে দলীয় আদর্শের সরকার গঠিত হবে তার একনিষ্ঠ আনুগত্যশীল হয়ে সকলকেই সহযোগিতা করতে হবে। যারা সরকারের সেবা সমূহ জণগনকে পৌছে দেবে তারা যেমন কোন ক্ষেত্রে বেঘাত সৃষ্টি করবে না অপরদিকে জনগণও পূর্ন আনুগত্য সহ সরকারের আইন কানুন মেনে নিয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করবে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে দলীয় করণ বললে অত্যুক্তি হবে না কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে এর বিকল্পও নেই। অতীত ও বর্তমানে সব দেশেই এর দৃষ্টান্ত বর্তমান। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়। এখানে সরকার দলীয় আদর্শ ছাড়া অন্যান্য আদর্শের জনশক্তিকে বেশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

www.pathagar.com

(৩১) এখন প্রশ্ন- যদি বিদ্যমান সরকারের আদর্শ ইসলামী না হয় সে ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শে অনুসারীদের করণীয় কি?

যারা আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর উপর পূর্ণ ঈমান এনেছে তারা একবাক্যে স্বীকার করবে তাদের আদর্শর নাম ইসলাম। যেহেতু আল্লাহ ইসলামকেই একমাত্র আদর্শ জীবন বিধান হিসেবে আনুগত্য করতে ফরজ করে দিয়েছেন। তাই ঈমানের দাবী হিসেবে ইসলামকে ধারণ করা এবং সমাজের সকল স্তরে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তি ও সামষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাষ্ট্রের কোন পেশায় আমি নিযুক্ত আছি সে দিক বিচার না করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতে যার যতটুকু ক্ষমতা, সুযোগ ও যোগ্যতা আছে তা প্রয়োগ করতে হবে।

পূর্বে আলোচিত একটি বিষয় মনে রেখে চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, যেহেতু কোন আদর্শই আপনা আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হয় না তাই উত্তম আদর্শ ইসলামকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমে ব্যক্তি জীবনে ইসলামী আদর্শকে ফরজ মনে করে মানতে হবে ইহা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে দলবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একদল সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী নিবেদিত ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে জনগণের মনমগজ পরিশুদ্ধ করে এই আদর্শের অনুসারী করে তুলবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে সকল স্তরে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে দূর্নীতিমুক্ত ও ইনসাফ ভিত্তিক দেশ গঠন করবে। ইহকালে শান্তি এবং পরকালের মুক্তি লাভের একমাত্র পথ যেহেতু ইসলাম, সেই স্বার্থের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নাগরিক সমাজের সরকারী বা বেসরকারী যার উপর যে দায়িত্বই থাকুক না কেন তা ইবাদত মনে করে পালন করতে হবে। যারা এর অনুসারী নয় তাদের নিকট থেকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সেবা পাওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। এজন্য এ আদর্শের অনুসারীদের নিয়ে দলীয়করণ একান্ত প্রয়োজন।

যেমন: তৃতীয় শ্রেণীর ইট, দিয়ে কোন দিন দশ তলার অট্টালিকা নির্মাণ সম্ভব নয় ও দুধের সাধ ঘোলে মিটে না প্রবাদের মত।

কাঙ্খিত ঐ জনশক্তি দুনিয়ার চাইতে পরকালকে গরুত্ব দিবে। দুনিয়ার সুখ শান্তির চাইতে আখেরাতের জবাবদিহীতার ভয় রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দলীয় আদর্শর আনুগত্য করাকে ইবাদত মনে করে কাজ করতে থাকবে। সাধারণ মানুষ সুফল পেয়ে প্রত্যেকেই আল্লাহমুখী হয়ে যাবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে একাজে বাধা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। পরীক্ষা ছাড়া Promotion পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

(১) সূরা বাকারা-১৫৫ আল্লাহ বলেন, অর্থঃ আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব।

(২) ঈমান আনছ বলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে, কোন পরীক্ষা আল্লাহ করবেন না এ সম্পর্কে দেখুন সূরা-আনকাবুত-২, বাকারা-২১৪, ইমরান-১৪২, ১৭৯, তাওবা-১৬, মুহম্মদ-৩১।

ঈমানদার হিসেবে আলোচিত পরীক্ষা সমূহ হাসিমুখে ধর্য ধরে মেনে নিয়ে চলতে পারলেই আল্লাহ দুনিয়ায় সাহায্য ও বিজয় দিবেন। খুশি হবেন বিনিময়ে জান্নাত দিবেন।

(৩২) মুসলিম হয়ে ইসলামী আদর্শের বাইরে দলীয় করণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় কি?

ইসলামী আদর্শের বাইরে গঠিত সরকার দেশে চালু থাকলে ব্যক্তি বিশেষ দলীয়করণের আনুগত্য করার পার্থক্য হতে পারে। কেউ শতকরা শতভাগ কেউ বা পঞ্চাশ ভাগ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যদি কোন বিকল্প উপায় না থাকে তাহলে অনিচ্ছাকৃত শতভাগ আনুগত্য করতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যদি সরকারের কোন নির্দেশ থাকে তবে তা মানতে বাধ্য হতে হবে। এমন অবস্থায় পূর্ণ ঈমানদারদের বাঁচার একটাই উপায় তাহল অনিচ্ছাকৃতভাবে সততার সাথে হুকুম পালন করতে হবে। তবে অন্ধভাবে নয়। অথবা হিজরত (ঐ কাজ থেকে দূরে) করতে হবে।

অপরপক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার আনায়নে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) যা নির্দেশ করেছেন, তা অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ অছিলায় পরকালে মুক্তি দিতে পারেন। আর যারা ইসলামকে একমাত্র জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয় তারা তাদের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করবে।

(৩৩) আখিরাতকে গুরুত্ব দিন-সত্য মিথ্যার ফল দেখা যাবে সেদিন।

সম্মানিত ভাইবোনেরা ঈমানদার হিসেবে আমরা আখিরাতকে বিশ্বাস করি এবং সেখানকার ভাল ফলাফল পেতে আগ্রহী। এ বিষয়ে কুরআন হাদীসে যথেষ্ট বর্ণনা আছে। বাজারে আখিরাতের বিভিন্ন দিকের উপর অসংখ্য বই লেখা আছে। আমরা অনেকে তা অধ্যয়ন করি আবার অনেকে সে বিষয়ে কোন গুরুত্বই দেই না। এমন কি আমরা যারা এই বিষয়ে পড়াশুনা করি তারাও অনেক সময় আখেরাতের কথা ভুলেই যাই। ঈমানের দাবী পূরনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়া কর্তব্য। তাই নিম্নের সংক্ষিপ্ত কথাগুলি একবার মনে করে দেয়ার চেষ্টা করছি।

(ক) রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াতে কি ছিল?

আমরা জানি রাসূল (সাঃ) মানবজাতির নিকট মৌলিক তিনটি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। (১) তৌহিদ (একত্ববাদ) (২) রেসালত (নবুয়াতী ও নেতৃত্ব) (৩) আখিরাত (পরকাল)।

www.pathagar.com

অত্র বই এ এই বিষয়গুলি কমবেশী আলোচনা করেছি। আখিরাত যেহেতু তৌহিদ ও রেসালত মানার উপর নির্ভর করছে তাই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই।

(খ) আখেরাত কি?

আখেরাত অর্থ পরকাল। মৃত্যুর পর যে অনন্ত কালের আগমণ ঘটে তাই। শেষ পরিণতি; শেষ ফল ইংরেজীতে Next World বা Hereafter বলা হয়।

(গ) শুরু ও শেষ ঃ- ইহা শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হবে কবর, কিয়ামত, হাশর-নাসর, মিযান, পুলছিরাত হয়ে শেষ হবে বিচারের মাধ্যমে জান্নাত বা জাহান্নামে।

(ঘ) জান্নাত/জাহান্নামই আমাদের শেষ আবাসস্থল ঃ জান্নাত চির সুখের আবাস স্থল। জাহান্নাম চির দুঃখের জেলখানা। জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) অনেক বক্তব্য দিয়েছেন। জান্নাতের সুখময় বর্ণনার পরও আল্লাহ বলেন মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে না তেমনভাবে সজ্জিত। আর জাহান্নাম এমন আযাবের জায়গা যা বর্ণনা করা শুনা ও দৃশ্য দেখার মত নয়। আযাবে কারোও মৃত্যুও হবে না জীবিত থাকবে, শাস্তির ধরণ পালটাবে। এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) এর মুখে জাহান্নামের বর্ণনা শুনে অনেকেই বেহুস হয়ে পরে যেতেন। আর ঐ ভয়ে ভীতি থেকে দুনিয়ায় কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।

(ঙ) আখেরাতের লালন মুমিনী জীবনের বৈশিষ্ট্য ঃ মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম জীবনে যা কিছুই করছে তার ফলাফল কেমন হবে তা জানা। একজন কৃষক জমি থেকে ফসল পাওয়া, একজন ব্যবসায়ীর বছর শেষে লাভ, একজন ছাত্র পরীক্ষা শেষে পাস ফেলের চিন্তা, একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মজীবনে ACR (কাজের বার্ষিক প্রতিবেদন) ও তার ভিত্তিতে Promotion বা Demotion না Increment heldup নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মা বাবা সন্তানদের লালন পালন করে ভবিষ্যতে কোথায় পৌছাতে চায় এবং এতে সদা তৎপর থাকে অনুরূপ একজন মুমিন নারী পুরুষকেও জীবন শেষে আখেরাতে তার অবস্থান কোথায় হবে, সে প্রেক্ষিতে দুনিয়ায় কি করা হচ্ছে, আল্লাহর আদালত পর্যন্ত পৌছাতে যত ষ্টেশন অতিক্রম করতে হবে, সেখানে পৌছে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তা সর্বদা মনে লালন পালন করা একজন মুমিনের ফরজ দায়িত্ব। আখেরাতের জবাব দিহীতা বড় কঠিন। মানুষের মনে এ ভয় থাকলে তার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী করা সম্ভব হবে না। যারা আখেরাতকে মনে রাখে না ও আল্লাহর নিকট জবাব দেয়ার ভয় নেই তারাই সব মন্দ কাজ করে।

(চ) আখিরাতে নিজের হিসাব নিজেকেই দিতে হবে।

আদালতে আখেরাতে আল্লাহর সামনে নিজেকেই নিজের হিসাব দিতে হবে। কেউ কারো সাহায্যে আসবে না। আল্লাহ বলেন, 'ইকরা কিতাবেকা কাফা বি

www.pathagar.com

নাফসিকাল ইয়াওমা য়ালায়কা হাসিবা' অর্থ ঃ আজ তুমি তোমার হিসাব পড় এবং তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। সূরা বনী ইসরাঈল-১৪

(হ) হিসাবের দিন বড় ভয়াবহ।

এদিন হবে দুনিয়ার ৫০,০০০ বছরের সমান। সূর্য মাথার নিকট আসবে। মানুষ ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকবে, মাথার মগজ গলে পড়া উপক্রম হবে, উলঙ্গ অবস্থায় মানুষ উত্থিত হবে, কেউ কারো দিকে তাকাতে সক্ষম হবে না। কারণ একটাই তা হল কঠিন অবস্থা। নিজে বাঁচার জন্য সবাই চেষ্টা করবে।

(জ) অন্তরে আল্লাহর ভয় লালন করলে আখেরাত তাদের জন্য সহজ হবে।

আল্লাহর নিকট জবাবদিহীর ভয় থাকলে তার দ্বারা অন্যায় কাজ সম্ভব নয়। আল্লাহর ভয় ঈমানদারদের ঈমান রক্ষার (Save Guard) নিরাপত্তা প্রহরী। এ ভয় রেখে জীবন যাপন করতে পারলে আল্লাহর নিকট থেকে আখেরাতে পুরষ্কার আশা করা যায়। হিসাব দিয়ে কেউ আখেরাতে পার হতে পাবে না বরং আল্লাহর ভয়ে তাঁর সব হুকুম পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভাই একমাত্র সহজে হিসাব দেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেখুন।

(৩৪) আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর বক্তব্যর চিন্তা করুন।

(১) প্রত্যেক প্রণীকেই মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরাপুরিভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। তারপর এই দুনিয়াতো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস (আল ইমরান-১৮৫)

(২) (সেদিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ বাদশাহী একচ্ছত্র অধিপত্য কার? (সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবে) একক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর। (বলা হবে) আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার কৃত কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(৩) এই লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাস করে যে, কিয়ামতের সময় কখন আসবে? আপনি বলে দিন যে, উহার খবর কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, উহাকে উহার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। আরাফ-১৮৭

(৪) আপনার নিকট কি সেই সর্বগ্রাসী ঘটনার (কিয়ামতের) কোন সংবাদ পৌঁছেছে? বহু মুখমন্ডল সেদিন লাঞ্ছিত, কষ্ট ভোগী কাতর হবে, তারা দগ্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (গাশিয়া-১-৪)

(৫) সেদিন অবশ্যই আসবে যখন মুত্তাকী লোকদেরকে আমি মেহমানদের মত রহমানের দরবারে উপস্থিত করব। আর পাপী অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মত জাহান্নামের দিকে তেড়ে নিয়ে যাব। সেই সময় লোকেরা কোন

www.pathagar.com

সুপারিশ করতে সক্ষম হবে না তাদের ব্যতীত যারা রহমানের দরবার হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে। (মরিয়ম-৮৫-৮৭)

(৬) ঐ দিন (হাশরের দিন) সুপারিশ কারো উপকারে আসবেনা, কিন্তু এমন ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং তার জন্য সুপারিশ করা পছন্দ করে দেন। (ত্বহা-১০৯)

(৭) পরকালের ঘরতো আমি সে সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিনামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (কাসাস-৮৩)

(৮) প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকালকে মানে না তাদের জন্য আমি তাদের কাজকর্মকে চাকবিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি। এই কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। (নামল-৪)

(৯) তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ শাস্তি রয়েছে। আর পরকালে তারা সর্বাধিক মাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (নামল-৫)

(১০) অনন্তর যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) বিন্দু পরিমান নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমান বদ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে। (যিলযাল-৭-৮)

(১১) আর পার্থিব জীবনতো খেলা ও তামাশা ব্যতিত কিছুই নহে, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখ না? (আনআম-৩২)

(১২) আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, এ কথা যদি উহারা জানত। (আনকাবুত-৬৪)

(১৩) আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করা হবে না আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করতেছিলে। (ইয়াসীন-৫৪)

(১৪) আপনি লক্ষ্য করুন দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমি একজনকে অপরজনের উপর কি রূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, আর নিশ্চয় আখিরাত মর্যদার হিসেবেও অনেক বড় এবং ফযীলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ট। (বনী ইসরাঈল-২১)

(১৫) যে কেহ পরকালীন ফসল চাহে, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (শুরা-২০)

(১৬) আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুনে উত্তম। (ওয়াযযোহা-৪)

www.pathagar.com

(১৭) বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত বহুগুনে উত্তম ও স্থায়ী। (আলা-১৬-১৭)

(১৮) আর আখিরাতের পুরস্কার ঈমানদার ও ধর্মপরায়ন লোকদের জন্যে অনেক বেশী। (ইউসুফ-৫৭)

(১৯) যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতকর্মের বিনিময়ে বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (নাহল-১১১)

(২০) (আজ এই লোকেরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুব মেতে আছে) আর যেদিন আল্লাহ উহাদের একত্রিত করবেন তখন (এ দুনিয়ার জীবনই তাদের এমন মনে হবে) যেন ক্ষনিকের জন্য তারা পারস্পারিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমানিত হবে) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আর তারা কখনোই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না। (ইউসুফ-৪৫)

(২১) ক) পৃথিবী যখন ভীষনভাবে দোলিয়ে দেয়া হবে। খ) এবং যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাহিরে নিক্ষেপ করবে, গ) এবং মানুষ বলে উঠবে, উহার কি হয়েছে? ঘ) সেদিন উহা নিজের সমস্ত অবস্থা বলে দিবে। ঙ) কেননা, তোমার রব উহাকে নির্দেশ করবেন। (যিলযাল-১-৫)

(২২) এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময়ে দেয়া হবে, আর তিনি সকলের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (সূরা যুমার-৭০)

(২৩) বরং উহারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করেছে। আর আমি এরূপ লোকদের জন্য দোযখ নির্ধারিত করে রেখেছি যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে মনে করে।

(২৪) প্রত্যেক জীবন্তকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। (আম্বিয়া-৩৫)

(৩৫) আখিরাত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর বক্তব্য।

(১) ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিফাক পাঠ করে। (তিরমিযী, মুসনাদে আহম্মদ)

(২) হযরত মুস্তওরাদ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ পরকালের তুলনায় দুনিয়ায় শুধু এতটুকুই যে, তোমাদের কেহ যদি তার এই আঙ্গুলী (হাদীসের এক বর্ণনাকারী উহা অর্থ বুঝতে গিয়ে অনামিকা আঙ্গুলীর দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ কেহ যদি তার অনামিকা আঙ্গুলী) সমূদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অত:পর সে দেখবে যে, সেই আঙ্গুলী কতটুকু লয়ে ফিরছে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

(৩) হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এমতাবস্থায় তো নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। হুজুর (সাঃ) বললেন, হে আয়েশা, সিদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে পরস্পরের দিকে তাকাবার কোন কল্পনাই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ("ইয়াওমান ইযেন তুহাদ্দেছু আখবারাহা" সূরা যিলযাল-৪ অর্থঃ যেদিন জমিন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে) অত:পর হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা বলতে পার যমীনের সংবাদ সমূহ কি কি? সাহাবারা আরয করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই কেবলমাত্র জানেন। (আমরা জানিনা) হুযুর (সাঃ) বললেন, যমীনের সংবাদ হল, যমীনের উপর নারী পুরুষ যা কিছু ভালমন্দ কাজ করছে, (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সাক্ষ্য দিবে। যমীন বলবে, আমার বুকের উপর উমুক দিনে উমুক লোক এই কাজ করেছে। হুযুর (সাঃ) বলেন, এই ছিল যমীনের সংবাদ দান। (আহমদ, তিরমিযী)

(৫) হযরত ইবনে মাসুদ (রা:) নবী করীম (সাঃ) এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা এক বিন্দু নড়তে পারবেনা যতক্ষন পর্যন্ত তার এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে। ক) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে। খ) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? গ) ধন সম্পদ কোথা হতে উপার্যন করেছে। ঘ) কোথায় তা ব্যয় করেছে। ঙ) সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুসারে কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী)

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইমর (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর নবী (সাঃ) লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন, লোকদের মধ্যে যে সবচেয়ে মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী, মুজামুসমগীর)

(৭) হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার রুটির মত লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারোও কোন ঘর বাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলীম)

(৮) আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) কে ভাল বাসলে কিয়ামতে ভাল বাসা বাসিদের সাথেই থাকতে পারবে বলে রাসূল (সাঃ) বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম) (আংশিক)

www.pathagar.com

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি আমার সালেহ বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখিনি। কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি (বর্ণনাকারী বলেন) হাদীসটি সত্যতা প্রমানের জন্য কেউ ইচ্ছা করলে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে দেখতে পারে। কোন মানুষই জানেনা আমি তাদের জন্য কি সব চক্ষু শীতলকারী পর নিয়ামত গুপ্ত রেখেছি। তাদের আমলের বিনিময়ে ওগুলো তাদের দান করব। (বুখারী)

নেক আমল করে যেতে পারলে এবং আল্লাহ খুশী হলে নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতে আল্লাহ স্থান করে দিবেন এমনকি স্ত্রী ও পরিবার সহ থাকা যাবে। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর এ বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে।

(৩৬) আল্লাহ ও রাসুলের (সাঃ) পাঁচটি কথায় আমার শেষ আবেদন।

১ম- আল্লাহ বলেন, অর্থ- হে ঈমানদারগণ তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও। সূরা বাকারা-২০৮

২য়- আল্লাহ বলেন, অর্থ- আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না। সূরা বাকারা-২৮৬

৩য়- আল্লাহ বলেন, অর্থ- এই ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ আশাহত ও বঞ্চিত। সূরা ইমরান-৮৫

৪র্থ- রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ হাশরের মাঠে মূল হিসাব শুরুর পূর্বে ৫টি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কেউ এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। প্রশ্ন ৫টি হলঃ-

(১) জীবন কাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে। (২) যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছে। (৩) কোন পথে অর্থ উপার্জন করেছ। (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে। (৫) আর দ্বীনের জ্ঞান কতটুকু আমল করেছে। তিরমিযী

এ পর্যায়ে আমি এই বই এ উল্লেখিত সম্মানিত সকল ভাই বোনের নিকট উপরোল্লিখিত আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার শেষ আবেদন করতে চাই। আল্লাহর প্রিয় বান্দা বান্দী ও রাসূল (সাঃ) এর উম্মত মুসলমান হিসেবে যেহেতু সকলেই ভাগ্যবান, তাই ইসলামে পুরাপুরি অন্তর্ভূক্ত হওয়া, খাঁটি মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর দেয়া বিধান ইসলাম ছাড়া মানুষের তৈরী বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ দেখবেন কার কেমন জ্ঞান ও যোগ্যতা ছিল এবং সে অনুসারে চেষ্টা করেছে কিনা। কারণ আল্লাহ ক্ষমতার বাইরে কারোও উপর কোন বোঝা চাপাবেন না।

www.pathagar.com

আর রাসূল (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে আমরা যে যাই করি আল্লাহর ৫টি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়ার জন্য এখন থেকেই জীবন অতিবাহিত করতে পারলে আশা করা যায় জীবন সফল হবে ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে আইন ও বিচার পেশায় আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশনা কতটুকু মানা হচ্ছে তা প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি পাঠাচ্ছেন। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চিত ভাবেই তোমাদের সেইসব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাকো। সূরা হাশর-১৮

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com